যৌনতা

ভগবান শ্রী রজনীশ

অনুবাদ চারু হক

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৫
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

JAUNOTA a book on quotations from Bhagwan Shree Rajneesh, translated by Charu Haque. Published by Aritur Rahman Nayeem, Oitijjhya. Date of Publication : February 2009

website : www.oitijjhya.com

Price : Taka 150.00 US $ 4.00

ISBN 984 70193-0069-8

ভগবান শ্রী রজনীশ প্রসঙ্গে

১৯৩১'র ১১ ডিসেম্বর ভারতের মধ্য প্রদেশের নরসিংহপুরে জন্ম নেয়া ভগবান শ্রী রজনীশের প্রকৃত নাম চন্দ্রমোহন জৈন, রজনীশ তাঁর উপনাম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দর্শন শাস্ত্রে ডিস্টিংশনসহ ভারতের সাগড় বিশ্ববিদ্যালয় হতে। এরপর দর্শনের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন প্রথমে রায়পুর সংস্কৃত কলেজ এবং পরবর্তীতে জাবালপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনাকালেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেন সমাজতন্ত্র, মহাত্মা গান্ধী, আনুষ্ঠানিক ধর্ম, প্রথাগত যৌনচর্চা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা বা দর্শন, যা তাঁকে বিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

তাঁর মতে, *'সমাজতন্ত্র এবং গান্ধী উভয়ই দারিদ্র্যকে নির্মূল করার চেয়ে বিশেষায়িত করে ...।'* তিনি হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। একই সাথে বুদ্ধ দর্শন তথা জাগতিকতায় নিরাসক্ততার বিপরীতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন– *'যে ধর্ম জীবনকে অর্থহীন এবং দুঃখময় ভাবে, জীবনকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তা সত্য ধর্ম নয়। ধর্ম একটি শিল্প যা আমাদের শিক্ষা দেয় কী করে জীবনকে উপভোগ করা যায়।'* এই ভাবনার রেশ টেনেই তিনি মানুষের যৌনক্রীড়ার ওপর বিভিন্ন ধর্মের আরোপিত অসঙ্গতি, বিধি-নিষেধ ও অবদমনের শিক্ষাকে সমালোচনা করে যৌনক্রীড়াকে তুলে ধরেছেন এমন একটি দর্শন ও চর্চা হিসেবে যেখানে যৌনতা প্রথাগত ধারণার মতো কোনো অপরাধকর্ম নয়, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক, উপভোগ্য ও একটি আনন্দদায়ক জৈবকর্ম এবং যা একই সাথে ঈশ্বরের সন্নিকটে পৌঁছুতে একটি সোপান হিসেবে কাজ করে। মানবজাতি কর্তৃক শত-সহস্র বছর যাবৎ দমিত, ঘৃণিত এই কর্মটি পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভে সহায়ক, কেননা এই কর্মের মাধ্যমে প্রাণীকুল চরমসুখ লাভ করে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ নিশ্চয় তার চেয়েও অধিক সুখকর। অবশ্য সে সুখ পেতে অবলম্বন করতে হয় কিছু প্রক্রিয়া, ভগবান শ্রী রজনীশের উদ্ভাবিত যে প্রক্রিয়া তান্ত্রিক এবং তাও (Tao) সাধনার সাথে অনেকটা সমতুল। গ্রন্থটিতে উদ্ধৃতির মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে তুলে ধরেছেন ভগবান শ্রী রজনীশ।

যৌন-স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর মতামত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডি.এইচ লরেন্সের সাথে তুলনীয়। তিনি বলেন– *'যৌনানুভূতির অবদমনের মাধ্যমে আমরা জান*

করি যে তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু অবদমন ঐ অবস্থাকে আরও জরুরি করে তোলে এবং তা আমাদের জীবনের অন্য কোনো সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়, অন্তর্জগৎ অন্ত ঃক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয় ...।'

যৌনতার মতো একটি অতি সংবেদনশীল ইস্যু নিয়ে দর্শন বিস্তারের কারণে ভগবান শ্রী রজনীশের প্রতি বিখ্যাত লেখক ক্রিস্টোফার ক্যাভনার, ধর্মগুরু ইউ. জি কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ ব্যক্তিত্বের যেমন বিরূপতা রয়েছে, তেমনি তাঁর দর্শনের প্রতি ভালোবাসা ও প্রভাববশত অকৃপণ শ্রদ্ধা ও প্রশংসাবাণী নিবেদন করেছেন– খুশবন্ত সিং, জার্মান দার্শনিক পিটার স্লোটারডিজ্‌ক, রুমীর অনুবাদক কোলেম্যান বার্কস, মার্কিন লেখক টম রবিনস প্রমুখসহ বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে খুশবন্ত সিং'র ভাষায়, *'তিনি ভারতে জন্ম নেয়া সবচেয়ে সৃজনশীল চিন্তকদের অন্যতম : তাঁর বাণী সর্বোচ্চ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সবচেয়ে স্বচ্ছ এবং সবচেয়ে নতুন। তিনি মূলত একজন অজ্ঞেয়বাদী মুক্ত চিন্তক। তিনি সাধারণ ভাষায় সবচেয়ে বিমূর্ত বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন, মজার রসে মিশিয়ে এবং একই সাথে তিনি ঈশ্বর, অবতার, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মাচারকে অস্বীকার করে ধর্মকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছেন।'* জার্মান দার্শনিক পিটার স্লোটারডিজ্‌কের মতে তিনি *'ধর্মের ভিটগেইনস্টাইন : বিশ শতকের অসাধারণ মানুষদের একজন।'*

জীবদ্দশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে শুরু করে নিজ দেশের মানুষদের দ্বারা চরম সমালোচনা, হেনস্তা ও দেশি-বিদেশি লেখক, সমালোচক ও ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে বিপুল উপেক্ষা জুটেছে ভগবান শ্রী রজনীশের এবং তারপর, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বেলায় সচরাচর যা হয়– মৃত্যুর পর রাতারাতি ভারতসহ সারাবিশ্বে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। ভারতের পুনে'তে অবস্থিত ভগবান রজনীশের আশ্রম 'অশো ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন রিসোর্ট' সে দেশের অন্যতম ট্যুরিস্ট আকর্ষণ। ভগবান রজনীশের জীবিতকালে এই আশ্রমের ২ লক্ষ সদস্য এবং বিশ্বজুড়ে প্রায় ৬০০টি কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এই আন্তর্জাতিক মেডিটেশন কেন্দ্রের দর্শনার্থী সংখ্যা বছরে গড়ে ২ লক্ষের বেশি। বিশ্বখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামাও ভ্রমণ করেছেন সেখানে।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৯১ সালে ভারতের একটি প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিক গৌতম বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো ভারতের দশজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবান শ্রী রজনীশের উল্লেখ করে যাঁরা ভারতের ভাগ্যকে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অবদান- *'ধর্মীয় গোঁড়ামি ও*

রক্ষণশীলতার শৃঙ্খল থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনকে মুক্ত করা'। তিনি *'একটি নতুন মানুষ'* সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতেন, যাঁর আধ্যাত্মিকতা গৌতম বুদ্ধের মতো মহীয়ান এবং একইসাথে যাঁর ইহজাগতিকতা গ্রিক উপন্যাসের জোরবার মতো স্বচ্ছ বস্তুগত, যিনি যুগপৎ বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সাথে একীভূত। যাঁর সবকিছু বস্তুগত লাভের জন্যে, আবার সবকিছুই আত্মার প্রশান্তির জন্যে। তবে এই নতুন মানুষ (নারী, পুরুষ উভয়ই) পরিবার, বিয়ে, রাজনীতি ও ধর্মের ফাঁদে পা দিবে না। এবং এক্ষেত্রে ভগবান রজনীশের চিন্তা পোস্টমডার্ন ও ডিকনস্ট্রাকশনাল চিন্তকদের সাথে তুলনীয়। এবং সর্বোপরি তাঁর নৈতিক শিক্ষা লৌকিকতা বর্জিত নয়, বরং তা স্বাভাবিক। মানবতাবাদী এই দার্শনিকের কাছে প্রতিটি মানুষই গুরুত্বপূর্ণ এবং অসীম সম্ভাবনাময়। তাঁর মতে, *আমরা সবাই সম্ভাবনাময় বৃক্ষ, সকলেরই আলোকপ্রাপ্তির ক্ষমতা রয়েছে।'*

প্রয়াণ পরবর্তী সময় থেকেই তাঁর শিক্ষা ও দর্শন উত্তরোত্তর ভারত ও নেপালের মূল স্রোতের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির অংশে পরিণত হচ্ছে এবং যদিও তা সম্ভবত এ কারণে হতে পারে যে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজসহ অনেক উন্নত দেশের সমাজব্যবস্থায় তা ইতিমধ্যে চর্চিত হচ্ছে। অসংখ্য গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে বিশ শতকের এই প্রভাবশালী দার্শনিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। মহাত্মা গান্ধীর পর তিনিই একমাত্র যাঁর সকল রচনা ভারতের ন্যাশনাল পার্লামেন্টের লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'সহ ভারতের সুখ্যাত জাতীয় দৈনিকগুলো প্রায়শই ব্যবহার করে তাঁর উদ্ধৃতি ও রচনার অংশবিশেষ। তাঁর বিশ্রুত অনুরাগীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, বিখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিং প্রমুখ। ৫৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থাবলি এবং বেশ কয়েকবার বেস্ট সেলারের মর্যাদা লাভ করেছে ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। জীবিতকালে ভগবান শ্রী রজনীশ হিসেবে খ্যাত হলেও মৃত্যুর ১ বছর পূর্বে ১৯৮৯ সালে তিনি 'ভগবান শ্রী রজনীশ' ত্যাগ করে 'অশো' নাম ধারণ করেন এবং এ সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে কেবল অনুসারীদের সাথে নীরবে বসে থাকতে দেখা যেত। ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী এই আধ্যাত্মিক সাধকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর এপিটাফে উৎকলিত- *'অশো কখনো জন্ম নেন না, কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। তিনি কেবল ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ এই পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন।'*

অনুবাদক
Charuhaque@yahoo.com
Charuhaque@gmail.com

ভূমিকা

ভগবান শ্রী রজনীশ একজন সাক্ষাৎ আলোকপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সাধক।

ভালোবাসাই তাঁর বার্তা !

তবে, ভালোবাসা প্রসঙ্গে তাঁর এ বার্তা নতুন নয় ... তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিগুলো !

এবং যৌনতাকে রূপান্তরের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে উদযাপন সেসব পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি।

ভগবান বলেছেন, *'যৌনতা কোনো কিছু অর্জন করার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে'*... এই উপায় প্রেমে পরিণতি পায় এবং প্রেম থেকে প্রার্থনায়।

অনুবর্তী উদ্ধৃতিসমূহ এই গ্রন্থের তিন অংশের কথামালার একাংশ তুলে ধরে।

প্রথমত সেক্স বা যৌনতা ... এরপর প্রেম ... এবং তারপর প্রার্থনা।

মা অমৃত চিন্ময়ী

যৌনতা আপনার উদ্ভাবন নয় : ঈশ্বরের উপহার :

এটা আনন্দদায়ক !

উপভোগ ও উদযাপনের জন্যে এটা ঈশ্বরের দেয়া একটি উপহার ;

এই মিলন বিরাজিত মহামিলনে অংশ নেয় ;

কে আপনাকে বলেছে যে যৌনতা অশ্লীল অথবা একটি নোংরা কাজ ?

অস্তিত্ববান প্রতিটি প্রাণ যৌনতার ফল এবং সকল জীবের জীবন এর মধ্য দিয়েই সৃষ্ট

ফুল খুব সুন্দর দেখায় ... আপনি কি তা লক্ষ করে দেখেছেন ?

এটাও যৌনতামূলক

সকালবেলা সাধুর কুটির বা তপোবনের ধারে গেয়ে চলা পাখির গান খুব ভালো লাগে। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন : এই পাখির গান গাওয়া একপ্রকার যৌনাবেদন !

সংগীতের মাধ্যমে সে তার সঙ্গীকে আহ্বান করছে, তার প্রেমাস্পদকে আহ্বান

যেখানেই সৌন্দর্য, সেখানেই যৌনতা।

বিশুদ্ধ অথবা সাধারণ যৌনতায় কোনো অন্যায় নেই

এটা স্বাভাবিক।

ভালোবাসা অথবা প্রেম নামক সুন্দর শব্দের মোড়কে একে লুকোনোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই এর চারপাশে রোমাঞ্চের মেঘ জমিয়ে রাখা।

এটা হওয়া উচিত একটি বিশুদ্ধ প্রপঞ্চ : ওই মুহূর্তে দু ব্যক্তিই অনুভব করবে যে তারা আরো গভীর প্রদেশ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী, এটাই যথেষ্ট।

কোনো কর্তব্য নয়, কোনো দায়িত্ব নয়, এর মাধ্যমে কোনো প্রতিশ্রুতি নয়।

যৌনতা হওয়া উচিত খেলাচ্ছল এবং প্রার্থনাময়

আমার পথ বৈশ্বিক নয় আবার অ-বৈশ্বিকও নয় :

আমার পথ প্রত্যাখ্যানমূলক নয়, বরং ব্যবহারমূলক।

আমার উপলব্ধি এমন যে, আপনাকে যা দেয়া হয়েছে তা মূল্যবান। যদি তা না হতো, তবে অস্তিত্ব অথবা প্রকৃতি আপনাকে তা প্রদান করত না।

আমি আপনাকে ভালোবাসার গভীরে যাবার শিক্ষা দিচ্ছি :

কীভাবে যৌনতার গভীরে যাওয়া যায় সে বিষয়েও শিক্ষা দিচ্ছি, কারণ এটাই তাকে অতিক্রম করার একমাত্র পথ।

মানুষ বিভিন্ন ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে : তারা ভাবে ধার্মিক লোককে অবশ্যই যৌনতাবিরোধী হতে হবে ; এবং যারা যৌনতাবিরোধী নয় তারা কীভাবে ধার্মিক হয় ?

এইসব বদ্ধবৈরী ধারণা অটল কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। আমি এই সমস্ত ধারণা কাঠামোকে অব্যবস্থিত করা শ্রেয় মনে করি, তবে এটা প্রত্যাশা করি না যে রাতারাতি পৃথিবীর সবাই তাদের অটল মানসিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে।

অর্থাৎ, তারা আমাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে, আমি এটা প্রত্যাশা করতে পারি না। তবে যখন তারা ভুল বোঝে, তখন আমি ঠিকই তাদের ভুল বোঝাপড়াকে বুঝে ফেলতে পারি ;

যদিও আমাকে বুঝতে তাদের বছরের পর বছর অথবা শতাব্দীও লেগে যেতে পারে, কিন্তু এটা সবসময় এবং সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে ।

এমনকি সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ যৌনতা সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকে ... এবং যাদেরকে আপনি এ বিষয়ে যথার্থরূপে জ্ঞাত বলে ধারণা করেন তারাও

এমনকি আপনার চিকিৎসকও যৌনতা কিংবা এর জটিলতা সম্পর্কে স্বচ্ছভাবে অবহিত নন। তাকে অবশ্যই জানা উচিত, কেননা চিকিৎসকগণও তাদের যাপিত জীবনে অদ্ভুত রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকেন। তারাও হাটে বাজারে প্রচলিত কথায় বিশ্বাস পোষণ করেন।

কোনো মেডিক্যাল কলেজেই যৌনতাকে কোনো পৃথক বিষয় হিসেবে পড়ানো বা শিক্ষা দেয়া হয় না। এমন এক অপরিমেয় গভীর আর পরাক্রান্ত বিষয়, অথচ তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয় না।*

হ্যাঁ, যৌনতার শরীরবৃত্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায়, কিন্তু শরীরবৃত্তীয় জ্ঞানই যৌনতার সবটুকু নয়।

এখানে রয়েছে জ্ঞানের গভীরতর স্তর : রয়েছে শরীরবৃত্ত, আধ্যাত্মিকতা ; যৌনতার ভেতরে যেমন শরীরবৃত্ত আছে ঠিক তেমনিভাবে এর ভেতর আধ্যাত্মিকতাও রয়েছে।

শরীরবৃত্তটা শুধু বহির্ভাগ বা বহিরঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত।

---

* এই উদ্ধৃতির সত্যতা ভগবান শ্রী রজনীশের জীবিতকালে বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চার নিরিখে বিচার্য। অনুবাদক

'যৌনতা' শব্দটি খুবই মনোরম

যৌনতার আদি উদ্ভব এক ধরনের বিভাজনকে ইঙ্গিত করে ...
যৌনতা মানেই বিভাজন।

যদি আপনি আপনার ভেতরে বিভাজিত হন, তবে সেখানে যৌনতার উপস্থিতি ঘটবে।

যখন আপনি কোনো নারী বা পুরুষের জন্যে তীব্রভাবে লালায়িত হয়ে ওঠেন, তখন আসলে কী ঘটে ? আপনার একটি অংশ আরেকটি অংশের সাথে মিলিত হবার জন্যে ব্যকুলতা বোধ করে, কিন্তু আপনি অন্যের বহির্ভাগে মিলিত হতে চেষ্টা করেন।

আপনি সামান্য সময়ের জন্যে তার সাথে মিলিত হতে পারেন, কিন্তু তারপরই আপনি আবার নিঃসঙ্গ অথবা একাকী হয়ে যান। কারণ, বহির্ভাগের সাথে কোনো অন্তরঙ্গ মিলন সম্ভব নয়। যৌনতা তখন সাময়িক হতে বাধ্য, কারণ আপনারা আলাদা থেকে যান।

যখন আপনি আপনার ভেতরের নারী বা পুরুষটির সাথে মিলিত হবেন, একমাত্র তখনই মিলন হবে অন্তরঙ্গ। এবং যখন সকল বিভাজন শেষ হয়ে যাবে তখনই সেই মহামিলন সংঘটিত হবে।

এটা একটি রাসায়নিক রূপান্তর : আপনার নারী এবং পুরুষসত্তা অভ্যন্তরে মিলিত হয়েছে এবং আপনি এককে পরিণত হয়েছেন। এবং যখন আপনি এককে রূপ নেবেন তখনই প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান পাবেন।

এখানে আমার সকল প্রচেষ্টা নিবেদিত যৌনতার ব্যাপারে আপনাকে বীতরাগ করাতে

কারণ, যদি আপনি যৌনতার ব্যাপারে নিরুৎসুক হতে পারেন, তাহলেই আপনি ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করবেন, এর অন্যথা নয়।

একজন অবদমিত মানুষ যৌনতার প্রতি সর্বদা লালায়িত থাকে, যে কারণে আমি অবদমনের বিরুদ্ধে। আপনি হয়ত বিস্মিত হবেন, কিন্তু এটাই আমার যুক্তি, এটাই আমার গণিত।

একজন অবদমিত মানুষের কাছে সর্বদা যৌনতাকেন্দ্রিক আগ্রহ অবশিষ্ট থেকে যায়, যৌনতায় সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট থাকে তার সত্তা। তাই আমি বলি, সকল প্রকার যৌন কর্মকাণ্ড যা আপনি করতে সক্ষম তাতে লিপ্ত হোন এবং শীঘ্রই আপনি তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

এবং যখন আপনি এসব থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনবেন যৌনতা তখন সকল আবেদন হারাবে, এটা হবে চমৎকার একটি দিন, আপনার জীবনের অপূর্ব স্মরণীয় মুহূর্ত।

আপনি হয়ত দেহসর্বস্ব নন, কিন্তু আপনি তাতে বসবাস করছেন এবং দেহের যা চাহিদা আছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে

এবং যখন কেউ সামগ্রিক ঐক্যবোধের মাধ্যমে অগ্রসর হয় তখন সবকিছুই গ্রহণীয় হওয়া উচিত, কোনোকিছুই প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নয়।

অবশ্য, সবকিছুরই সর্বোচ্চ মাধুর্য ও সম্প্রীতির উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়া দরকার :

যৌনতাকে গ্রহণযোগ্য, ব্যবহৃত এবং সযত্নে লালন করা উচিত : ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ করে নয় ... সযত্নে লালন করতে হবে।

এবং মনে রাখবেন, স্বাতন্ত্র্যই মহিমাময় : ঘোষণা বা দেখানোপনা নয় ... সযত্নে লালনের স্বাতন্ত্র্য।

সুতরাং কী করতে হবে ?

যৌনতাকে জানুন !

এর ভেতরে সচেতনভাবে ভ্রমণ করুন ! এটা নতুন এক গুপ্তধনের দরোজা খোলার রহস্যের মতো

নিরানব্বই ভাগ মানুষ যৌনতাকে এক ধরনের নির্বৃত্তি হিসেবে জানে : তারা এর শীর্ষসুখ বা চরমপুলকগত বিশেষত্বের কথা জানে না ·

এমনকি যদিও তারা মনে করে যে চরমপুলক অনুভব করছে, তবুও এটা ঠিক শীর্ষসুখ বা চরমপুলক নয় ... এটি জননেন্দ্রিয়গত মুক্তি মাত্র।

দৃশ্যত শীর্ষসুখের লক্ষ্যে জননাঙ্গ নিয়ে করার তেমন কিছু নেই · জননেন্দ্রিয়সমূহ এর মধ্যে সম্পৃক্ত, কিন্তু শীর্ষসুখ ব্যাপারটি সামগ্রিক ... আপাদমস্তক, এটা আপনার সবকিছু নিয়ে

নির্গমন বা বীর্যপাত করাই শীর্ষসুখ/ চরমপুলক নয়

এটা খুবই আংশিক নির্গমন বা অপ্রধান পুলক ... তা শীর্যসুখ নয় .

নির্গমন একটি নেতিবাচক প্রপঞ্চ ... আপনি কেবল শক্তিক্ষয় করেন .... শীর্ষসুখ/ রাগমোচন/ চরমপুলক সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় .

তাহলে শীর্ষসুখ/ চরমপুলক কী ?

শীর্ষসুখ হচ্ছে এমন এক অবস্থার অনুভূতি যখন আপনার দেহ কোনোভাবেই বস্তুর ন্যায় অনড় নয় : শক্তি বা বিদ্যুতের মতো আন্দোলিত :

প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এটা সুগভীরভাবে আন্দোলিত হয় এবং তা এমন যে আপনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন এটা বস্তুগত কিছুর ফল। তখন এটা ঠিক বৈদ্যুতিক বিষয়ে পরিগত হয়।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বলেন যে, যা দৃশ্যগত তা-ই একমাত্র বস্তু : এখানে, দুটি মানুষের মধ্যে গভীরভাবে যা ঘটছে তা বিদ্যুতের মতো চলনশীল, বস্তু নয়।

শীর্ষসুখের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার দেহের গভীরতম স্তরে পৌছে যান যেখানে বস্তু নয়, শুধু শক্তি তরঙ্গায়িত হয়, আপনি নৃত্যরত শক্তির আন্দোলনে পরিগত হন। আপনার জন্যে আর কোনো সীমানা থাকে না ...
এবং আপনার যৌনসঙ্গীও এ স্পন্দন অনুধাবন করতে থাকে।

এটাই যৌন শীর্ষসুখের মর্ম ... আপনার কঠিন বরফের মতো জমে থাকা শক্তি দ্রবীভূত হয়, এই মহাবিশ্বের সঙ্গে একীভূত হয়– একীভূত হয় বৃক্ষরাজি এবং নক্ষত্রের সঙ্গে, নর ও নারীর সঙ্গে এবং পাথরের সঙ্গে।

সামান্য সময়ের জন্যে হলেও এটা ঘটে থাকে।

কিন্তু এমনিতর উপলব্ধির মুহূর্তে আপনার সচেতন থাকা উচিত যে এটা ধর্মীয়, এটা পবিত্র, কারণ এই অনুভূতি সৃষ্টির সামগ্র্য থেকে উদ্ভূত।

যৌন শীর্ষসুখ লাভ সময়নির্ভর ... দীর্ঘস্থায়ী হলেই উত্তম : কারণ তা আপনার অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত হয় : আপনার মনের মধ্যে, আত্মার মধ্যে ।

এরপর তা আপনার আপাদমস্তকে সঞ্চারিত হয় ... আপনার শরীরের প্রতিটি তন্তু এর মধ্যে দিয়ে স্পন্দিত হয় : আপনার সমগ্র দেহ অর্কেস্ট্রায় রূপ নেয় এবং চূড়ান্ত সাংগীতিকতায় উপনীত হয়।

কিন্তু আপনি যদি সঙ্গম সময়ে এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করেন তবে শীর্ষসুখ শুধু নির্গমন/ বীর্যস্খলনে রূপ নেবে, কোনোভাবেই তা প্রকৃত শীর্ষসুখ থাকবে না। কারণ, তখন তা সাময়িক এবং অতি ক্ষুদ্র : প্রায় অর্থহীন। এক অর্থে আপনি ক্লান্তি অনুভব করবেন, হতাশ হবেন এবং এটা সম্পাদনের পর নিরুদ্যম হবেন : কেননা এতে শক্তির ক্ষয় হয়েছে এবং তা আপনাকে কোনো শুশ্রূষা দেয়নি, তাই বিষয়টি কেবল অর্থহীনতায় পর্যবসিত।

আপনি বৃদ্ধ হবেন ... সামান্য ক্লান্ত হবেন, কিছুটা শক্তিহারা হবেন অবশ্যই, কিন্তু আপনি ঠিক তেমনই থাকবেন, থেকে যাবেন । কারণ এটা কোনো শোধন প্রক্রিয়া হয়ে ওঠেনি, এটা আপনাকে এক কোণ থেকে অন্য কোণে, সমাপ্তি থেকে সমাপ্তিতে রোমাঞ্চিত করেনি ।

লক্ষ লক্ষ নারী জীবনধারণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে এটা না জেনেই যে তাদের শীর্ষসুখ বা চরমপুলকের অভিজ্ঞতা লাভের সামর্থ্য রয়েছে ·

এবং আপনারও যে এই পুলক লাভের যোগ্যতা রয়েছে তা জানা না থাকলে আপনি আধ্যাত্মিকতার কোনো কিছুই উপলব্ধি করতে পারবেন না : আধ্যাত্মিকতা আপনার ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভবে রূপ নেবে ।

যখন নারী শীর্ষসুখ বা চরমপুলক পায় না, পুরুষও তা পেতে পারে না। কারণ, এই মহাসুখ দুজনের মিলনফল।

শুধু দুজন, যখন তারা পরস্পরে মিশে যায়, তখনই এটা অর্জিত হয়। এটা এমন নয় যে একজন পাবে এবং অন্যজন পাবে না ... এমনটি হতেই পারে না।

কিন্তু ত্যাগ করা সম্ভব, নির্গমন/ বীর্যস্খলন সম্ভব। মোচন সম্ভব, কিন্তু মহাসুখ এভাবে সম্ভব নয়।

শীর্ষসুখ কেবল নির্গমন/ বীর্যস্খলন নয় : এটা এক ধরনের উদযাপন

এবং শীর্ষসুখ অন্য একজনের মাধ্যমে সমগ্রের সাথে আপনার সাক্ষাৎ।

শীর্ষসুখ সর্বদাই ঐশ্বরিক ... একজন আপনার দরোজায় এসে উপস্থিত হয় এবং আপনি সেই ঐশ্বরিক রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করেন।

শীর্ষসুখ সর্বদাই আধ্যাত্মসম্বন্ধীয়, এটা কখনোই নিছক যৌনকেন্দ্রিক নয়।

যারা শীর্ষসুখকে কেবল যৌন-উপভোগ ভাবে তারা আদতে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি : তারা শীর্ষসুখগত অপূর্ব উপলব্ধির কিছুই জানেনি।

শীর্ষসুখ সর্বদা নির্বাণসম, পরমানন্দ।

কিন্তু মানুষ এটা জানে না কারণ তারা কেবল প্রয়োজন মেটাতে মিলিত হয়, পারস্পরিক শক্তিসমূহ সঞ্চারিত করতে নয়।

যখন আপনি শীর্ষসুখের স্থির ভাবনায় আবিষ্ট থাকেন তখন এটা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, যা মূলত ব্যবসাকেন্দ্রিক ভাবনার নামান্তর এবং এতে শীর্ষসুখ প্রাপ্তি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে

এটা এক ধরনের উভয়সংকট : যদি আপনি শীর্ষসুখ বীত হয়ে ওঠেন, তখন এটা সমস্যাজনক হয়ে পড়ে কারণ আপনি এ ব্যাপারে সতর্ক প্রহরায় রয়েছেন, এর জন্যেই লালসামগ্ন ... আপনার মন শীর্ষসুখের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ : আপনি এটা যথার্থ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারবেন কি না এ নিয়ে চিন্তিত থাকেন এবং এই ভীতি আপনার যৌনকেন্দ্র (Sex center) কে অসহায় করে ফেলে।

সত্যিকার অর্থে যৌনকেন্দ্র একমাত্র তক্ষুনি স্বাধীন আচরণ করতে পারে যখন সেখানে কোনো ভীতি ও ভাবনা কাজ করে না, যখন সেখানে কোনো প্রশ্নোত্তরের বালাই থাকে না, যখন কেউ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না, যখন তার তৎপরতা লক্ষ্য সম্বন্ধীয় না হয়ে আপন মগ্নতায় খেলতে থাকে।
অন্য একজনের দেহের সাথে আপনার ক্রীড়াবিনোদন এবং আপনার দেহকে নিয়ে অপরজনের সমবিনোদন, সত্যিই অসাধারণ আনন্দকর্ম।

শুধু দুটো শরীর আপন মনে নেচে চলছে, গেয়ে চলছে, প্রেমের মিলন জলের বৃষ্টিতে ভিজে, প্রণয়স্পর্শযুক্ত ভঙ্গিতে, যেন শীর্ষসুখ নিয়ে ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই।

এটাই শীর্ষসুখের সৌন্দর্য, এরপরই এক বিস্ময়কর মুহূর্তে তা ঘটে যাবে। কিন্তু এটা ঘটবে কি ঘটবে না, সে সম্পর্কে চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক। একেবারেই ভুলে যান।

কেন নারী বা পুরুষভেদে কৌশলগত ভিন্নতা থাকা উচিত ?

কারণ, তারা একে অপরের চেয়ে ভিন্ন

তারা সন্তোষজনক বৈপরীত্যে ভিন্নতর। তারা মেরুপ্রতিম বৈপরীত্যের ধারক। নারীর সম্পূর্ণ শরীরবৃত্ত, সম্পূর্ণ মনোবৃত্ত, চেতনার প্রতিটি স্তর পুরুষের চাইতে ভিন্ন ... শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীত।

তাই পুরোপুরি ভিন্নরকম কৌশল চর্চা করা কর্তব্য, একেবারেই ভিন্ন ... কিন্তু যেহেতু পুরুষ এবং নারী খুব কাছাকাছি অবস্থান করে, পরস্পরের খুব নিকটে, তারা এটা ভুলতে বসে যে তারা ঠিক আলাদা অথবা ভিন্নরকম।

কোনো কিছুই সমতুল্য নয়/ একইরকম নয়। এবং এটা ভালো যে, কোনো কিছু সমতুল্য নয় বলেই তারা শক্তির একটি পূর্ণচক্রে পরিণতি পেতে পারে। তারা একে অপরের পরিপূরক, তারা একে অপরের উপযোগবাহী।

যখন আমি বলি যে নারী ও পুরুষ একটি সমগ্রের দুটো অংশ, আমি বোঝাতে চাই যে তারা একে অপরের পরিপূরক

এবং এই পরিপূরকতা সম্ভব কেবল যখন তাদের বিপরীত মেরুসমূহ একে অপরের সাথে মিলিত হয়।

লক্ষ করে দেখুন : যোনিপথ নারীদেহের ঋণাত্মক মেরু এবং স্তনসমূহ ধনাত্মক মেরু : এটা ঠিক চৌম্বকত্ব সম্পন্ন দণ্ডের ন্যায় : স্তনের কাছে ধনাত্মক মেরু, যোনিপথের কাছে ঋণাত্মক মেরু।

পুরুষের ক্ষেত্রে স্তনসমূহ ঋণাত্মক মেরু এবং পুরুষাঙ্গ ধনাত্মক মেরু।

তাই যখন স্তনসমূহ মিলিত হয় ... পুরুষ এবং নারী ... ঋণাত্মক ও ধনাত্মক শক্তি মিলিত হয় : এবং যখন যৌনকেন্দ্রগুলো মিথুনরত হয়, ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক শক্তি মিথুনরত হয়

অর্থাৎ উভয় চুম্বকধর্মী দণ্ড তাদের বিপরীত মেরুতে মিলিত হয়ে একটি চক্র তৈরি করে ... শক্তি প্রবাহিত হয়, শক্তি সঞ্চারিত হয়

কিন্তু এই চক্র একমাত্র তখনই সংঘটিত হবে যখন পুরুষ ও নারী একে অপরের সাথে বিশুদ্ধ মিথুনে আসীন হয়।

আর এই মৈথুনকর্মে ভালোবাসা না থাকলে সেক্ষেত্রে তাদের যৌনকেন্দ্রগুলোই কেবল মিলিত হয় ... একটি ধনাত্মক মেরু একটি ঋণাত্মক মেরুতে যুক্ত হয়।

এখানেও শক্তির বিনিময় ঘটে, কিন্তু তা রৈখিক। চক্রে পরিণতি পায় না। আর এজন্যেই ভালোবাসা ব্যতীত আপনি পূর্ণ পরিতৃপ্তি পেতে পারেন না।

ভালোবাসাহীন যৌনকর্ম তুচ্ছাতিতুচ্ছতায় পর্যবসিত। গভীরতার সন্ধান মেলে না। শক্তির সঞ্চারণও রৈখিক ... চক্র তৈরি হয় না। এবং যখন সেখানে কোনো চক্র তৈরি হয়, তক্ষুনি আপনি এককে পরিণত হন, তার আগে নয়।

তাই যৌনক্রিয়া বেশ সহজ, ভালোবাসার ক্রিয়া তার চেয়ে অনেক জটিল, যৌনাচারণ শুধু শারীরিক ... দুটো শক্তি মিলিত হয় এবং ক্ষয়িত হয়। অতএব, এখানে যদি শুধু যৌনতা থাকে, শিগগিরই আপনি হতাশ বোধ করেন : আপনি অযথাই শক্তি অপচয় করেন এবং কোনো কিছুই অর্জিত হয় না।

লক্ষ্য তখনই অর্জিত হয় যখন এখানে কোনো চক্র থাকে।

চক্র সম্ভব হলেই কেবল উভয় সঙ্গীর পারস্পরিক যৌনাচরণে অনেকবেশি শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে, আরো প্রাণবন্তভাবে, আরো তীব্র শক্তির সঞ্চারণশীলতায়।

আর যদি এখানে নিছক যৌনক্রিয়াই বলবৎ থাকে, তাহলে অচিরেই সঙ্গীরা নিরুত্তাপ অনুভবে ভগ্নোৎসাহে পা বাড়ায়।

তারা তখন শক্তিহারা, দুর্বল। দুর্বলতা নিয়ে আসে নিদ্রা।

এই এক মেরুর মিলনে, পুরুষ নারীর চেয়ে একটু পিছিয়ে। যে কারণে নারীরা গণিকা হতে পারে ... কারণ ধনাত্মক মেরু পুরুষ আর ঋণাত্মক মেরু নারী।

শক্তি পুরুষের কাছ থেকে নারীতে প্রবাহিত হয়, নারী থেকে পুরুষে নয়। তাই একজন নারী একরাতে বিশ থেকে তিরিশবার পুরুষের সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে, কিন্তু কোনো পুরুষ তা পারে না।

তাই আমার কাছে, গণিকাবৃত্তি খারাপ এর বৃত্তিগত কারণে নয়, এতে চক্র তৈরি করা প্রায় অসম্ভব বলে। এতে আপনি তেমন উষ্ণতা ও তীব্রতা বোধ করেন না। আপনি শুধু আপনার শক্তি ব্যয় করেন।

ভালোবাসা পুরুষ এবং নারীকে তাদের উভয় মেরুতে মিলন ঘটায়। পুরুষ নারীকে দেয় এবং নারী তা পুরুষকে ফেরত দেয়। এটা পারস্পরিক, সমঝোতামূলক।

পুরুষ সবসময় তার নারীর মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবিষ্ট হতে চায়

সে শৃঙ্গারকর্মে উৎসুক থাকে না কারণ তার ধনাত্মক মেরু সর্বদা প্রস্তুত থাকে , এবং নারীরা সবসময় শৃঙ্গার ব্যতীত তাৎক্ষণিক যৌনক্রিয়ায় অনিচ্ছুক থাকে, কারণ তাদের ঋণাত্মক মেরু পুরুষের মতো তৈরি থাকে না : এবং তা তৈরি নাও হতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরুষ তার নারীর স্তনভাগ থেকে ভালোবাসতে শুরু না করে, ততক্ষণ নারীর ঋণাত্মক মেরু সক্রিয় হয় না। সে নিজেকে সমর্পণ করে, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারে না।

অথচ মানুষ যৌনক্রিয়াকে তুচ্ছ কাজ বিবেচনা করে। তাই, কেন এর জন্যে এত সময় নষ্ট করা ? নারীর ভেতরে আচমকা প্রবেশ করে ... সে কয়েক মিনিটেই তার কার্য সম্পন্ন করে। কিন্তু নারী সেখানে অংশ নেয়নি, পুরুষ তাকে জাগিয়ে তোলেনি।

নারী কামনা করে ; তার দয়িত তার স্তনযুগলে আদরস্পর্শ দেবে, ভালোবাসা জানাবে ... গভীর মুগ্ধতায়। আর যখন তার স্তনযুগল শক্তির উষ্ণতায় পরিপূর্ণ থাকে, কেবল তক্ষুনি দ্বিতীয় মেরু চুম্বকদণ্ডের মতো আকর্ষণ অনুভব করে, যা ঋণাত্মক মেরু বলে পরিচিত।

এরপর তারা যৌনতায় সজীব হয়ে পারস্পরিক অংশগ্রহণ করে ভালোবাসার যৌথ খামারে।

যৌনকর্মে শৃঙ্গার অপরিহার্য

বিবাহসম্পর্ক শুরুতেই শুষ্ক মরুভূমির মতো হয়ে ওঠে, কারণ আপনি একজন নতুন নারীকে একান্তে পেয়ে কেবল তার শরীর নিয়েই খেলতে শুরু করেন।

আপনি নিঃসন্দেহ নন যে সে আপনার সরাসরি দ্ব্যর্থহীন অভিগমন মেনে নেয় কি না, তাই আপনি তাকে সময় না দিয়েই তার শরীরের সাথে খেলতে শুরু করেন। আমি আপনাকে শুধু তার প্রস্তুতির প্রতি একটু মনোযোগ দিতে বলছি, একটু সময় দিতে বলছি।

কিন্তু সে বিবাহিত স্ত্রী হওয়ায় আপনি তার সম্মতির প্রয়োজন মনে করেন না।

স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রতি এত অসন্তুষ্ট এ কারণে নয় যে স্বামীরা তাদের ভালোবাসে না, বরং তারা ভুলভাবে ভালোবাসে বলে।

পুরুষ মোটেও চিন্তা করে না যে নারীর শরীর ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাড়া দেয়, যা পুরুষের ঠিক বিপরীত।

পুরুষ সাধারণত কোনো ধারাক্রম তৈরি করে ভালোবাসার দিকে অগ্রসর হয় না

দুজন হয়ত বসে আছে এবং আচমকা পুরুষটি মিলিত হতে শুরু করে এটা অমার্জিত এবং নারীর জন্যে বেশ অপ্রত্যাশিত।

পুরুষের কাছে তা খুব আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ পুরুষের শক্তি ভিন্ন ধর্মের শক্তি এবং পুরুষের যৌনতা অনেক বেশি স্থূল (Local)।

নারীর যৌনতা অনেক বেশি সম্পন্ন ও সম্প্রসারিত (Total) ; তার সমস্ত শরীরকে এতে সম্পৃক্ত হতে হয় ; তাই যতক্ষণ না শৃঙ্গারকলার মধ্য দিয়ে তাকে উষ্ণ করা হয়, ততক্ষণ নারী তার গভীরে যেতে পারে না।

নারীরা যেমন তাদের অতৃপ্তির ব্যাপারে নির্বাক থাকে, তেমনি পুরুষেরা তাদের যৌনাভিজ্ঞতায় স্থূল থেকে যায়।

সে আত্মার সান্নিধ্যে যেতে পারে না, তার সমস্ত শরীর জাগে না। তার সত্তা ও শরীরের কোষ এবং তন্তুগুলো রোমাঞ্চিত হয় না, নৃত্যমগ্ন হয় না। এটা অনুত্তম, খুবই অকিঞ্চিৎকর।

এটা তখন একধরনের নিষ্কৃতি, এক ধরনের নিবৃত্তি, কিন্তু শীর্ষসুখ বা চরমপুলকের অভিজ্ঞতা নয়।

যৌনতা অনুপম, যৌনসর্বস্বতা কুৎসিত

যখন যৌনতা আবেগবর্জিত বিষয়ে পরিণত হয়, যখন যৌনতা আপনার মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে, তখন তা যৌনসর্বস্বতায় পরিণত হয়। মস্তিষ্ক যৌনতার কেন্দ্র নয়। যৌনতা মস্তিষ্কের কোনো বিষয় নয়।

কিন্তু যখন যৌনতা মস্তিষ্কের মধ্যে দখল নেয় তখন তা যৌনসর্বস্বতায় রূপ নেয়। এরপর আপনি যৌনতা নিয়ে চিন্তা করেন, যৌনতা নিয়ে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এবং যত বেশি আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করেন ততই আপনি তাকে কল্পরূপ দেবার চেষ্টা করেন এবং আপনি তত বেশি বিপন্ন হয়ে পড়েন।

পশ্চিমা দেশগুলো এই সমস্যাটি অনুভব করছে ; সেখানে যৌনতাকে খুব বেশি ফ্যান্টাসাইজড বিষয় হিসেবে চর্চা করা হয়েছে। পশ্চিমারা ফ্যান্টাসি বা কল্পনার মধ্য দিয়ে যৌনসর্বস্ব হয়ে উঠছে, প্রাচ্যবাসীরা যৌনতার চর্চা করছে অবদমনের মধ্য দিয়ে। উভয়েই যৌনসর্বস্ব হয়ে উঠেছে এবং উভয়েই যৌনতা উপভোগের স্বাভাবিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলছে।

উভয়েই ভিন্ন পথে যৌনবিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিমারা বিকারগ্রস্ত হয়েছে যৌনতাকে জীবনের পরম লক্ষ্য বিবেচনা করে তাকে ফ্যান্টাসাইজড করার মাধ্যমে, আর প্রাচ্যবাসীরা বিকারগ্রস্ত হয়েছে যৌনতা সম্পর্কে এটা ভেবে যে, যৌনতা হলো ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে চরম প্রতিবন্ধক বা সীমানাপ্রাচীর।

যৌনতা এদের কোনোটিই নয়। এটি পরম গন্তব্য নয়, চরম প্রতিবন্ধক অপশক্তিও নয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই এটা একটা সাধারণ বিষয়।

পাশ্চাত্য মানসিকতায় আরেকটি সমস্যার অভিগমন : পুরুষের দ্বারা নারীর চরিতার্থ এবং নারীর দ্বারা পুরুষের চরিতার্থ

এখন উভয়ই সমস্যাগ্রস্ত।

তাই পুরুষকে সব সময় লক্ষ করতে হয় তার নারী পরিতুষ্ট হলো কি না। যদি সে সন্তুষ্ট না হয়, তবে বুঝতে হবে পুরুষটির কোথাও ঘাটতি রয়েছে ; সে আর সুপুরুষ নয়।

এবং যখন আপনি অনুভব করবেন যে আপনি একজন যথার্থ পুরুষ নন তখনই আপনি ভুল নির্দেশনায় চলতে শুরু করেন ... একের পর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আপনি বিচলিত হয়ে পড়েন, আপনি আত্মবিশ্বাস হারান।

এবং নারীও একইভাবে শঙ্কিত থাকে যে সে তার পুরুষকে তৃপ্তি দিতে পারল কিনা। যদি সে অনুভব করে যে তার পুরুষ তৃপ্ত নয়, অথবা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পৃথিবীজুড়ে বিরাজিত আনন্দের ঐকতানে তার পুরুষপ্রণয়ী অধিগমন করেনি, সে ভাবে এটা তারই সীমাবদ্ধতা ।

এতে করে প্রণয়যুগলের উভয়েই বিপন্ন বোধ করে এবং ভালোবাসামথিত অনুপম বিষয়টি অবিশুদ্ধ পরিণতি পায় ;

এছাড়াও আরেকটি সমস্যা : অতিরিক্ত মিথুনরত হওয়া

অধিকাংশ মানুষ এটাকে রুটিনে পরিণত করেছে

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রায়শই বলে যে যৌনকর্ম বেশ স্বাস্থ্যকর . যদি আপনি প্রতিদিন যৌনকর্ম না করেন, তাহলে ভুল করলেন !

তারা এমন বলে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলিত না হলে এমনকি আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

অথচ এটা অসাধারণ, এটা উপভোগ উদযাপনের বিষয়। একে রুটিনে পরিণত করা উচিত নয় ; একে প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় রাখা উচিত নয়। প্রত্যেকের উচিত একে কিছু বিরল মুহূর্তের জন্যে সঞ্চিত রাখা ; যখন আপনি প্রেমাস্পদের প্রতি সত্যিই আবেগে উছলে পড়েন, যখন সেখানে ভিন্নরকম পরিসর থাকে।

প্রত্যেকেরই একে বিরল মুহূর্তের উপহার হিসেবে গচ্ছিত রাখা উচিত, নতুবা জীবন বেশ বিরক্তিকর হয়ে উঠবে।

ঠিক যেমন আপনি প্রতিদিন খাওয়া দাওয়া করেন, চা পান করেন, স্নান সারেন, তেমনি প্রতিদিন মিলিত হন .

এতে আপনার কাছে সবকিছুর মতো এটাও এক সময় বিরক্তিকর হয়ে উঠবে।

কেবল তখনই মিলিত হোন যখন এর প্রতি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ও প্রবল অনুরাগ বোধ করবেন, অন্যথায় সোজাসাপ্টা বলুন, 'এক্সিউজ মি ... এখনো ঠিক সেই মুহূর্তটি আসেনি'।

ভান করা ভালো নয়।

এবং আপনি যদি ভান করা বন্ধ করেন, তাহলে আপনি নিজেকে ভালোবাসার আরো গভীরে নিয়ে যেতে পারবেন। ভালোবাসা যত গভীর, জীবন তত মধুর।

মানুষ কেবলি প্রণয়মিলনের অতি বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটায়, কারণ তারা কখনোই পরিতৃপ্ত নয়।

ভারতে, যৌনতা সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ বাৎসায়নের 'কামসূত্র' বলে – প্রকৃত আদিম উন্মুক্ত মিলন করলে বছরে একবারই যথেষ্ট !

এটা নিশ্চয়ই আধুনিক মানুষের জন্যে প্রায় অসম্ভব ... বছরে মাত্র একবার !

এবং তারা মানুষই নয় যারা যে কোনো প্রকারে এটা দমন করে। বাৎসায়ন পৃথিবীর প্রথম যৌনতত্ত্ববিদ এবং তিনিই প্রথম মানুষ যিনি যৌনতার সাথে আধ্যাত্মিকতাকে যুক্ত করেন ; প্রথম দার্শনিক যিনি যৌনতার গভীরতম কেন্দ্রগুলো উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

তিনি নির্ভুল। যদি সত্যিই প্রণয়সম্পর্ক চরম মাত্রায় পৌছে যায়, তাহলে বছরে প্রায় একবারই যথেষ্ট। এটা আপনাকে এমন গভীর আর পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে যে তার মুগ্ধাবেশ মাসের পর মাস অব্যাহত থাকে।

যদি আপনি সব বিষয়ে তাড়াহুড়ো করেন, তবে আপনি আপনার যৌনক্রিয়ার সময়ও একই কাজ করবেন, কারণ এটা আপনার প্রচলিত প্রবণতা।

যে ব্যক্তি বেশি মাত্রায় সময়সচেতন তিনিও যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে থাকেন ... যেন এখানেও সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই আমরা ইনস্ট্যান্ট চা-কফির মতো ইনস্ট্যান্ট যৌনতার চর্চা করি।

চা বা কফির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভালো হলেও যৌনতার ক্ষেত্রে একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। ইনস্ট্যান্ট সেক্স বা তাৎক্ষণিক যৌনতা বলে কিছু থাকতে পারে না। এটা একটা কর্মমাত্র নয় এবং এটা ধৈর্যহীনতা দেখানোর মতো কোনো বিষয় নয়। তাড়াহুড়োর মাধ্যমে আপনি দ্রুত বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটালেন। আপনি যৌনতার সারবত্তা হারালেন।

এটাকে উপভোগ করতে থাকুন সময়সীমামুক্ত অনুভবের মতো। যদি আপনি ত্বরায় থাকেন, তাহলে সময়সীমাহীনতার অনুভূতি সম্ভব হবে না।

মাঝে মধ্যে এমন হয় যে সঙ্গীর শক্তি/ এনার্জি আপনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না :

সে এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না, আপনিও কিছু করতে পারেন না : সাধারণত এ রকম হয় না।

স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, একজন মানুষের উচিত অন্য এমন কাউকে খুঁজে নেয়া যার প্রতি সে উত্তেজনা অনুভব করে, যে তাকে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ঐতিহ্যের মতো যাবতীয় বিষয় এই বেছে নেয়াকে নিবারণ করে।

এবং কখনো কখনো আমরা একে অপরের প্রতি কোনো ধরনের অনুরাগ না দেখিয়েই আসক্ত হয়ে পড়ি : এটা সুবিধাজনক, চিন্তামুক্ত। এটা এমন একটি সুন্দর শিশুর মতো যাকে আপনারা উভয়ই ভালোবাসেন, তাই এখনো এখানে অনেক জটিলতা।

কিন্তু আপনি যদি অবদমন চালিয়ে যান, তাহলে ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন। এবং আপনি তা প্রকাশ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন, কিন্তু ক্রোধানুভূতিটা থেকেই যাবে ... অন্তত এক ধরনের অসন্তুষ্টি।

মাঝে মাঝে যদি আপনি তা নির্মাণ করতে ইচ্ছে করেন, তুমুল অন্তরায় সৃষ্টি হবে

আপনি এ ইচ্ছে পোষণ করতে পারেন না। এটা এমন একটি বিষয় যা আপনার ইচ্ছেক্ষমতার বাইরে এবং তবু যদি আপনি তা করতে চান তবে আপনি নিজেকে পুরোপুরি নপুংসক দেখতে পান।

এবং এভাবে এক সময় এই ধারণা আপনার মাঝে স্থায়ী হয় যে কোথাও কোনো ভুল রয়েছে, যা আপনাকে সমস্যায় ফেলেছে।

এই ইচ্ছে পোষণ করার আদৌ প্রয়োজন নেই। এটা যদি তখন এমনিতেই হয়ে যায় তাহলে ভালো, আর যদি না হয় তাহলে আরো ভালো।

সাধারণভাবে তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে শরীরাঙ্গ সেই মুহূর্তে ঠিক মুডে নেই ; শরীর চায় না শরীরের মধ্যে যেতে। আর শরীরের 'না' বলাই যথেষ্ট।

শুধু দেহের কথা শুনুন এবং দেহের চাহিদার সাথে চলুন !

মিলনকে মহার্ঘ/ মূল্যবান করে তুলুন ... এটা আসলেই মূল্যবান

এবং সঠিক মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করুন। মানুষ প্রায়শই এর জন্যে ভুল সময় নির্বাচন করে থাকে।

আমার পর্যবেক্ষণ হলো : যখনই কোনো যুগল ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, ঝগড়া শেষে তারা প্রেমে মত্ত হয়। প্রথম তারা ক্রুদ্ধ হয়ে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করে ; এবং পরবর্তীতে তারা পরস্পরের প্রতি কৃত আচরণ সম্পর্কে অনুশোচনায় ভোগে।

তারপর তারা সঠিক আচরণ না করার ব্যাপারে আত্ম-ঘৃণাবোধে ভোগে। এবং কেবল ক্ষতিপূরণের নিদর্শনস্বরূপ তারা মিথুনরত হয়। বিষয়টি এখন প্রায় রুটিনে পরিণত হয়েছে ; প্রণয়ী-প্রণয়িনীর দৈনন্দিন ঝগড়া এবং তারপর যৌনমিলন।

মিথুনকর্ম সম্পাদনে এর চেয়ে অন্যায় কোনো পরিস্থিতি খুঁজে পাবেন না। এটা কীভাবে তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি দিবে ?

সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করুন।

অল্প কিছু পরিসর রয়েছে ... তারা আসে ; কেউই তাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না মাঝে মধ্যে এটা ঘটে। একেবারে ঈশ্বর প্রদত্ত উপহারের মতো।

হঠাৎ একদিন আপনি উপলব্ধি করেন যে আপনি বয়ে চলছেন, মাটিতে নয় ... উড়ছেন : আপনার যেন কোনো ওজন নেই। কোনো কোনো সময় যখন আপনার প্রণয়িনীকে আপনি হৃদয় উজাড় করে সব দিয়ে দিতে পারেন ; সেটাই সঠিক সময়।

ধ্যান করুন, নৃত্য করুন, গান করুন এবং ভালোবাসাকেও নৃত্য, গীত, ধ্যান আর প্রার্থনার সাথে অঙ্গীভূত করুন।

তখন বিষয়টি ভিন্নগুণ ধারণ করবে ... দৈবগুণ .

এবং আমি আপনাকে এ জ্ঞানই জানাতে চাচ্ছি !

আসন বা অঙ্গবিন্যাস অবান্তর : আসন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আসল বিষয় হচ্ছে অ্যাটিচুড বা আচরণ ভঙ্গি ... দেহভঙ্গি নয়, মনোভঙ্গি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুরুষ সর্বদা নারীতে ... নারীর উপরে নীত হয়। এটা একটা কর্তৃত্বমূলক অবস্থান। কারণ পুরুষ সব সময় ভাবে যে সে উন্নততর, শ্রেষ্ঠ, উচ্চতর। কী করে সে নারীর নিচে অবস্থান করবে !

কিন্তু সমগ্র বিশ্বজুড়ে, প্রাচীন সমাজসমূহে নারীই পুরুষের উপরে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

তাই আফ্রিকায় এই আসন 'মিশনারি আসন' নামে পরিচিত। কারণ প্রথমবারের মতো, যখন মিশনারি ... খ্রিস্টান মিশনারিরা আফ্রিকায় যায়, আদিবাসীরা বুঝতে পারেনি যে তারা ঠিক কী করতে চাচ্ছে। তারা প্রথমেই ভাবল যে এই যৌনভঙ্গি নারীকে ধ্বংস করবে।

পুরুষের উর্ধ্বাসন আফ্রিকায় মিশনারি আসন হিসেবে পরিচিত ।

আফ্রিকার আদিবাসীরা বলল যে, এটা নৃশংস ... নারীর উপরে পুরুষ আসন নেবে। নারী দুর্বল, নাজুক, তাই তাকে অবশ্যই পুরুষের উপরে আসন নেয়া উচিত।

কিন্তু বর্তমানে পুরুষের পক্ষে খুবই কঠিন নিজেকে নারীর তুলনায় অধস্তন ভাবা ... নারীর নিচে আসন গ্রহণ করা।

আসন পরিবর্তিত হবে, কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানো ঠিক নয়, শুধু আপনার মনকে পরিবর্তন করুন।

জীবনশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুন : ভেসে বেড়ান এই শক্তির স্রোতে। যখন আপনি সত্যি সত্যিই তাতে সমর্পিত হবেন, আপনার দেহ নিজে নিজেই সঠিক আসন গ্রহণ করবে, যা ঠিক সেই মুহূর্তে প্রয়োজন।

যদি উভয় সঙ্গী একে অপরের কাছে গভীরভাবে সমর্পিত হয়, তবে তাদের দেহ দুটো এমনিতেই প্রয়োজনীয় আসন বেছে নেয়।

আপনার নারীকে ভালোবাসতে হলে তার উষ্ণতায় নিজেকে গলে যেতে দিন।

এক মুহূর্তের জন্যে যৌনতাকে ভুলে যান, এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যান যা কিছু আপনার মগজে ও কল্পনায় স্থান নিয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্যে নারীর প্রকৃতসত্তায় হারিয়ে যান।

এ সময় মাথায় কোনো পর্নোগ্রাফির দৃশ্যাবলি রাখবেন না, যৌনতাকে মস্তিষ্ককেন্দ্রিক করবেন না। যৌনতাকে করে তুলুন এক গভীর ইন্দ্রিয়জ, গভীর সংবেদনশীল ও সাহসী অনুভবের বিষয়ে।

নারীতে মিলিয়ে যান, যেন আপনি পুনরায় মাতৃজরায়ুতে একজন শিশু। যতক্ষণ আপনি আপনার দয়িতার মধ্যে তার সন্ধান না পাবেন ততক্ষণ আপনি তাকে পুরোপুরি জানতেই পারবেন না।

মাতৃজরায়ুতে থাকা শিশুর মতোই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন, পরমালিঙ্গনে মিশে যান তার সাথে, সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। এবং সেই মুহূর্তেই আপনি জানতে পারবেন সমর্পণ কাকে বলে।

যখন নারীর সাথে ভালোবাসায় মিলিত হবেন, তখন কোনো কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না।

কোনো কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না ... কারণ যখন আপনি কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন, আপনার মন তাতেই আবিষ্ট হয়ে যাবে।

যখন কোনো নারীর সাথে ভালোবাসার মিলনে আবদ্ধ হবেন, তখন আপনি পুরুষ আর সে নারী এই জাতীয় ভাবনা ভুলে যান। সীমানাগুলোকে অঙ্গীভূত হতে দিন, মিশে যেতে দিন।

পুরুষ হয়ে থাকবেন না, তাহলে আপনি বঞ্চিত হবেন ... কারণ এতে পুনরায় একটি দ্বৈততা চলে আসে ; আপনি পুরুষ এবং সে নারী।

অনেক মানুষ রয়েছে যারা নিজেকে নপুংসক ভেবে থাকে, কিন্তু সত্যিকার নপুংসক পুরুষ খুবই বিরল।

তাদের জন্যে আমি সত্যিই সমবেদনা পোষণ করি ... কারণ তাদের রূপান্তরিত হওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই, রূপান্তরিত হওয়ার কোনো শক্তি নেই।

তারা এই পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত। তারা যৌনতা উদ্ভূত অপূর্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত এবং যৌনতাকে পেরিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত আনন্দ থেকেও বঞ্চিত। তারা সত্যিই করুণাযোগ্য।

তবে এমনটা বেশ বিরল। একশো তাগ নপুংসক মানুষের মধ্যে নিরানব্বই ভাগই সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে তারা নপুংসক, নির্বীর্য।

সব ধরনের জীবজন্তুর চরমপুলক বা শীর্ষসুখ লাভের ক্ষমতা রয়েছে ... অতিক্ষুদ্র প্রাণী থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত এবং তারা কেউই নপুংসকতা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়, কারণ তারা কেউ কোনো 'Masters and Johnson' এর পাঠক নয় :

তারা সবাই উপভোগ করছে সেই পরমানন্দ ।

অথচ প্রাণীদের মধ্যে কেবল মানুষই একমাত্র জীব যে নপুংসক হয়ে পড়ে। অন্য কোনো প্রাণী নপুংসক হয় না, কারণ তারা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে না।

উদ্বিগ্নতা একজন পুরুষকে নপুংসকে পরিণত করে ।

অকাল নির্গমন/ বীর্যস্খলন আদতে কোনো যৌন সমস্যা নয় : এটা তার চেয়ে বরং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ফল।

শরীরবৃত্তীয় দিক থেকে এখানে কোনো ভুল নেই, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে আপনি ত্বরায় থাকেন : এই অতি ত্বরা আপনাকে অকাল নির্গমনে বাধ্য করে।

পশ্চিমে প্রায় সত্তর ভাগ পুরুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত। এটা কোনো ছোটখাটো সমস্যা নয়, সত্তর ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। অবশ্য কেউ কেউ এটাকেই স্বাভাবিক ভাবতে শুরু করেছে যে ৭০ ভাগ পুরুষ যেখানে ... এটা অবশ্যই স্বাভাবিক ঘটনা। অন্যদিকে ৩০ ভাগ মানুষ তাহলে অবশ্যই কোনো ভুল চর্চা করছে ; স্বাভাবিক বলতে গড়পড়তা।

এবং এই ৭০ ভাগ অচিরেই ৮০ ভাগ, ৯০ ভাগে পরিণত হবে ; এদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

মানুষের ইতিহাসে এর আগে কখনো অকাল নির্গমন এমন ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি যেমনটা পশ্চিমে ... এবং নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে এখন খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে। কারণ প্রথমবারের মতো সেখানে সভ্যতা অতি দ্রুত ধাবমান, প্রথমবারের মতো সভ্যতা সেখানে খুব বেশি সময়-সচেতন।

প্রাচ্যের মানুষ অকাল নির্গমন/ বীর্যস্খলন দ্বারা তেমন সমস্যাগ্রস্ত নয়, কারণ সবকিছুই এখানে ধীরগতিতে চলে এবং এখানে কেউই খুব ত্বরায় থাকে না

যথেষ্ট সময় আছে, যথেষ্ট'র চেয়েও বেশি ; সর্বত্র বিরাজমান অনন্ত রূপ। প্রাচ্য ধারণা অনুযায়ী আপনি মৃত্যুর পরও বারবার জন্ম নেবেন যা এই দীর্ঘসময়ের ব্যাপ্তি ও মহাস্থিতি দান করে।

পশ্চিমা চিন্তায় একটিমাত্র জীবনের বয়ান জীবনের প্রতি মানুষকে অতি ব্যাকুল করে তোলে। মাত্র একটি জীবন ! তাই আপনি সবকিছু দ্রুত করে ফেলতে চান, নতুবা তা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে ! তাই সবকিছুতেই গতিশীল হতে হবে, দ্রুত সম্পন্ন হতে হবে।

জীবন সম্পর্কিত এই ধারণাই এক্ষেত্রে সমস্যা বয়ে আনে, মন সর্বদা সবকিছু দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্যে সক্রিয় থাকে। মন গভীর থেকেই সর্বত্র নির্দেশনা দিয়ে চলে : গতিময়তা নিয়ে অতি দ্রুত নিষ্পন্ন করে ফেলতে।

এটাই কোনো কিছুর তাৎক্ষণিকতার পেছনে ধ্রুব লালসার মতো কাজ করে। বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে এমন যে কোনো বিষয় কত গতিময়তা নিয়ে করা যায় তার উপরেই জীবনের চরিতার্থতা নির্ভর করে।

কিন্তু সকল মহৎ বিষয়ের জন্যেই ধীরতা ও ধৈর্য প্রয়োজন, নতুবা আপনি বঞ্চিত হবেন।
সময়ের প্রয়োজন, যেন আপনি তাতে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

মানবীয় এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন এত বেশি পথ বা উপায়ের অবতারণা ... সমকাম, বিষমকাম ... একজন একজন অথবা গ্রুপ ?

কারণ মানুষের পছন্দ করার স্বাধীনতা রয়েছে।

এবং এই পছন্দ বা নির্বাচন আপনাকে রোগাক্রান্ত করে তুলতে পারে, আবার এই নির্বাচন আপনাকে একজন বুদ্ধে পরিণত করতে পারে।

আর, তা আপনার উপর নির্ভর করে, কীভাবে আপনি আপনার স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন।

আমি সাধারণভাবে এটাই বলছি যে আপনি যদি আপনার জীবনে যৌনতাকে জীবন্ত রাখেন তবে আপনি আপনার নিজস্ব ধরন বা স্টাইল বেছে নিতে পারেন, আপনি এটা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীন।

যদি আপনি এক্ষেত্রে নির্বোধ থাকতে মনস্থির করেন, তবে অন্তত আপনাকে আপনার নির্বুদ্ধিতার ধরনটি বেছে নেবার স্বাধীনতা দেয়া উচিত।

আমি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি।

এখানে আমার প্রচেষ্টা হচ্ছে আপনাকে যৌনতা পেরিয়ে যেতে সহায়তা করা, তাই যদি আপনি সমকামী হন তবে আপনাকে সমকামিতা পেরিয়ে যেতে হবে ; যদি আপনি বিষমকামী হন তবে আপনাকে বিষমকাম পেরিয়ে যেতে হবে।

এবং এমনও অনেকে রয়েছে যারা এর কোনোটিই নয়, যারা অটো-সেক্সুয়াল বা আত্মকামী। তাদেরকে আত্মকামিতার সীমা অতিক্রম করতে হবে।

মানুষকে যৌনতা অতিক্রম করতে হয়, তা যে প্রকার যৌনতাই হোক না কেন। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আপনার জীবাত্মাকে/ দেহকে পেরিয়ে যেতে পারবেন ততক্ষণ আপনি পরমাত্মাকে/ আত্মাকে জানতে পারবেন না।

যদি একজন মানুষ তার নিজস্ব ধরন, স্টাইল, তথা জীবন খুঁজে পায় তখন আর যৌন সমস্যা থাকে না।

এই সমস্যা মূলত তক্ষুনি কার্যকর থাকে যখন জীবনীশক্তি একটি নির্দিষ্ট ডিরেকশনে চলমান থাকে এবং যেখানে আপনি স্বভাবতই কোনো আনন্দ খুঁজে পান না।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি এমন একটা কাজ করে যাচ্ছেন যা আপনি আদৌ পছন্দ করেন না ; অন্যদিকে আপনি তাকে অন্তরের গভীর থেকে ঘৃণা করেন। এবং এটা তক্ষুনি মরণঘাতী হয়ে ওঠে, কেননা প্রতিদিন আপনি এমন একটি কাজ করে যাচ্ছেন যা আপনি হৃদয় থেকে মেনে নিতে পারেন না, বরং ঘৃণা করেন।

এরপর যদি হঠাৎ একদিন আপনি তেমন একটি কাজ শুরু করেন, যা করতে পছন্দ করেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন নিজের হৃদয়ে উত্থিত পরমানন্দের ভাবোচ্ছ্বাস দেখে।

এবং তারপর সবকিছুই প্রবহমান ... ভালোবাসা, প্রার্থনা, ধ্যান, সম্পর্ক ... সবকিছু !

এটা আমার পর্যবেক্ষণ ... যৌনতাকেন্দ্রিক আচরণ একটি প্রতীকী আচরণ : এটা আপনার জীবনের সবকিছু দেখিয়ে থাকে .

যৌনতাকে আদি পাপ বলা হয় ... এটা আদি নয়, পাপও নয় :

শুরু থেকেই সমাজব্যবস্থা যৌনতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করে আসছে .... ধর্ম এবং চার্চগুলো সবাই এর বিপরীতে ... যেন তারা অবচেতনেও যৌনতার বিরুদ্ধে অবিশ্রাম ঘৃণার স্রোত পোষণ করে।

আপনি সচেতনভাবে এ সম্পর্কে সতর্ক নাও হতে পারেন, আপনি আপনার মনের কোনো স্থানে এর দেখা নাও পেতে পারেন, তাই আপনি এটা পরিজ্ঞান করতে পারেন।

এটা পৌছে গিয়েছে শরীরের শিকড়ে শিকড়ে, আন্ত্রিক অবস্থানে, কেননা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ বলে আসছে– শিখে আসছে যৌনতার বিরুদ্ধে

এই ঘৃণার অবসান প্রয়োজন অবশ্য যৌনতার প্রতি এই ঘৃণা ও নিন্দার অবসান তক্ষুনি সম্ভব যখন এই কর্মটিকে আপনি শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন।

শৈশবে অনেক মানুষেরই যৌনতা অবদমিত থাকে

কোনো শিশুকেই অনুমতি দেয়া হয় না ... কোনো সমাজই অনুমোদন করে না : তাকে নিজের জননাঙ্গটি স্পর্শ করার, এর সাথে খেলা করার।

এটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যায় যে আপনি তা মনেও করতে পারেন না।

শিশুশয্যায় যখন শিশু তার একমাত্র জননাঙ্গটি নিয়ে খেলতে থাকে, মা এসে তা দেখতে পেয়ে হাতখানা সরিয়ে দেয়। শিশুমনে এটা এক ধরনের আঘাত ; সে ক্রমশ তার জননাঙ্গটি স্পর্শ করার ব্যাপারে ভীত হয়ে ওঠে।

এবং এই বস্তুটি ছুঁয়ে দেখা এক ধরনের মজার ব্যাপার ... এটা অত্যন্ত উপভোগ্যও বটে। শিশু এর মাধ্যমে অযৌন শীর্ষসুখ লাভ করে ; এটা এক ধরনের রাগমোচনও বটে।

প্রকৃতি স্বভাবতই এটাকে স্পর্শ করতে, এর সাথে খেলা করতে প্ররোচনা দেয় : এটা সত্যিই সুন্দর। শিশুমনে এ সংক্রান্ত ভুলের কোনো ধারণা থাকে না, ধারণা থাকে না এতে আদৌ কোনো দোষ রয়েছে কি না ; সে কেবল তাই করে স্বভাবগতভাবে প্রকৃতি তাকে যা করতে প্রেরণা দেয়।

একাধিকবার তাকে থামিয়ে দেয়া হয়, তার এই আচরণ অন্যায় বলে সাব্যস্ত হয়। সে মায়ের মুখে চেয়ে দেখে– বাবার মুখে চেয়ে দেখে অপরাধবোধ আর প্রত্যাখ্যানের ছাপ। এবং এভাবেই ক্রমশ তার এই স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছেটা অনিচ্ছায় রূপান্তরিত হতে থাকে, সে হয়ে ওঠে ভয়ার্ত এক মানুষ, অন্তত যৌনতায়।

সাধারণত ১৮ বছর বয়সকালে মানুষের যৌন শক্তি ক্লাইমেক্সে পৌছোয় ;

এই সময়টাতে একজন পুরুষ যতটা বীর্যবান এবং একজন নারী যতটা রাগমোচনে/ শীর্ষসুখে সমর্থ হয়, অন্য কোনো সময়ে তা হয় না।

কিন্তু আমরা তাদের ভালোবাসা তৈরি করতে বাধা প্রদান করি। আমরা ছেলেদের বলপ্রয়োগ করি যেন তারা আলাদা আলাদা ডর্মেটরিতে থাকে। ছেলে ও মেয়েদের আমরা এমনভাবে রাখি যা পুলিশ, মেজিস্ট্রেট, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রিন্সিপাল, হেড মাস্টারদের কার্য সাধন পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়।

ছেলেদের ঘাড় ধরে মেয়েদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়, একইভাবে মেয়েদেরকে ছেলেদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়।

কেন ?

কেন এ ব্যাপারে এত সতর্কতা ?

তারা মূলত চেষ্টা করে ষাঁড় হত্যা করে বলদ তৈরি করতে।

'ফ্যাক্টস অব লাইফ' বা 'জীবনের বাস্তবতা' শব্দটি বড়ই সুভাষণমূলক : এটা সাদামাটাভাবে একটি সাধারণ বিষয়কে ধামাচাপা দেয় ... সেক্স সম্পর্কে কোনোকিছু না বলা থেকে

এমনকি 'যৌনতা' শব্দটাকে এড়াতে তারা এই রূপকটি তৈরি করেছে : 'ফ্যাক্টস অব লাইফ' বা জীবনের বাস্তবতা

জীবনের কোন বাস্তবতা ? শুধু সেক্স সম্পর্কে কোনোকিছু না বলা। মানবজাতি তার দূর অতীত থেকেই এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু শিশুরা একদিন না একদিন ঠিকই আবিষ্কার করে ফেলে ... এবং এটা বাস্তব যে এটা তারা অনেক আগেই করে। তারা এই আবিষ্কারটা করে খুবই ভুল পথে, কারণ কোনো সৎ মানুষ তাদের এটা বলতে প্রস্তুত নয়, তাই তাদেরকে নিজেদের মতোই এগুতে হয় :

তারা একত্র হয়, বিভিন্ন যৌন বিষয় সংগ্রহ করে, গোপনে উঁকি মারে ... এবং আপনিই তাদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী : তারা অত্যন্ত ভুল মাধ্যম ও নোংরা মানুষদের কাছ থেকে এসব যৌনকেন্দ্রিক বস্তুগুলো সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

পর্নোগ্রাফি স্বাভাবিকভাবেই যৌন-অবদমনের প্রকাশ যা বর্তমানে নিজের পুরোভাগ কর্তৃত্ব দাবি করে

এবং এতে অনেক অনেক বিপন্নতা ও ঝুঁকি রয়েছে

একটি বিপদ হলো : যদি আপনি পর্নোগ্রাফিতে খুব বেশি আসক্ত হন ... যা সারা বিশ্বে ঘটছে ... তখন প্রকৃত রমণী আপনার কাছে তেমন আবেদনময়ী বলে অনুভূত হয় না এবং প্রকৃত পুরুষটিরও একই দশা হয়।

এতে একটি সাংঘাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় : আপনার বাঁধনহারা কল্পনা বা ফ্যান্টাসির প্রয়োজন হয় সেই নারীকে যাকে আপনি পর্নোগ্রাফির ম্যাগাজিনে দেখেছেন, কিন্তু আপনি তাকে কোথাও খুঁজে পান না ... :

এরপর কেউই আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না . ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে আসে অবাস্তব এবং অবাস্তব হয়ে আসে বাস্তবের চেয়েও বেশি :

যৌন অবদমিত একজন মানুষ সহজেই একজন ভালো সৈনিক হয়ে উঠতে পারে, কারণ এখানে শক্তির প্রয়োজন এবং সে তা জনগণের ওপর তার কর্তৃত্বের মাধ্যমে ব্যবহার করে

সৈনিকের বন্দুকের বেয়নেট সমুত্তেজিত পুরুষলিঙ্গের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয় . এটা অশ্লীল ... মানুষ হত্যা করা।

আমার কাছে সহিংসতাই একমাত্র অশ্লীলতা।

পুরুষ দ্বারা নারীর শরীর বিদ্ধ করা আনন্দের : পুরুষের শরীর দ্বারা এই রকম বিদ্ধ হওয়া ... এটা মনোরম, উপভোগ্য · কিন্তু একটি বেয়নেট দ্বারা ? ... এটা অপ্রীতিকর, কুৎসিত ·

কিন্তু আপনি যদি আপনার যৌনতা অবদমন করেন, আপনি একজন ভালো সৈনিক হয়ে উঠতে পারেন . এবং এজন্যই সৈনিকরা যৌন-অবদমিত সবচেয়ে বেশি অবদমিত সৈনিক সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বা পরাক্রান্ত সৈনিক।

যৌন উত্তেজনার সর্বোচ্চ পর্যায় রাগমোচন বা চরমপুলকে উন্নীত হওয়া বলতে বোঝায় নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্মর্থ্যকে

নিয়ন্ত্রণ সেখানে স্থির, আপনি শুধু আপনার শক্তির উপরে বসে আছেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ... এটা হওয়া উচিত ঐটা হওয়া উচিত নয় এটা সঠিক, ঐটা ভুল

আপনি অবিরত সেটা করে যাচ্ছেন, সংযম, দমন

কেবল দূরে চলে যান, পেরিয়ে যান শঙ্কা, এটাই শুধু অনেক বেশি অনুমোদিত তাহলে, আপনি কী করে আনন্দের সর্বোচ্চে পৌঁছুতে পারবেন অথবা চরমপুলক পাবেন ?

এবং আপনি যদি অন্য কিছুতে এই অনুভূতি অর্জন করতে না পারেন, যৌনতায়ও তা পাবেন না . যদি আপনি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনি যৌনতায় সর্বোচ্চ আনন্দ পাবেন না ।

আর যদি আপনি রাগ থাকা অবস্থাতেই এই আনন্দ পান, তাহলেই কেবল যৌনতায় আপনি সেই পরমানন্দ লাভ করবেন মানুষ সব কিছু নিয়েই, মানুষ মানে সমগ্রতা ; যদি আপনি একটি উন্মুক্ততা জয় করতে না পারেন, আপনি কী করে ভালোবাসা জয় করবেন ? এটা অসম্ভব ।

একজন স্বাভাবিক মানুষ তার সকল আবেগ-অনুভূতিতে সর্বোচ্চ আনন্দ বা পুলক লাভ করতে পারে

আমরা স্বাভাবিক গতিকে দমন করি বিশেষ করে, পুরো পৃথিবী জুড়ে, আমরা নারীদের জন্যে সকল গতিময়তা দমন করি

তারা কেবল শবদেহের মতো পড়ে থাকে

আপনি তাদের প্রতি কিছু কর্তব্য করছেন : তারা আপনার জন্য কিছুই করছে না তারা কেবল আপনার প্যাসিভ পার্টনার বা অক্রিয় সঙ্গী

কেন এটা ঘটে ? কেন পুরো পৃথিবী জুড়ে এই ধরনের দমন চলছে ?

একটি আশঙ্কা ... কারণ যখন একটি নারীদেহ একটি পুরুষের অধিকারে আসে, পুরুষের পক্ষে তাকে পরিতৃপ্ত করা খুব কঠিন : কারণ, নারীর চরমপুলক বা রাগমোচন চেইন বা শিকলের মতো গ্রথিত : পুরুষের কখনোই তা থাকে না।

যে কোনো নারীর অন্তত ৩টি রাগমোচন পর্ব থাকে, কিন্তু পুরুষের থাকে একটি এবং পুরুষের রাগমোচনের সাথে সাথে নারীর চরম উত্তেজনা আরো বাড়তে থাকে এবং পরবর্তী রাগমোচনের জন্য প্রস্তুত হয়

অর্থাৎ এটা কঠিন ব্যাপার তবে ব্যাপারটাকে কীভাবে বশে আনা যায় ?

এই অতৃপ্ত অবস্থায় নারীর তখুনি আরেকজন পুরুষের প্রয়োজন হয়
এবং দলগত যৌনতা সমাজে নিষিদ্ধ

বিশ্বময় আমরা একক পরিবার গড়ে তুলছি আমরা মনে করি, এটা
নারীকে দমন করার অপেক্ষাকৃত সহজ ও ভালো প্রক্রিয়া

আর তাই ৮০-৯০% নারী সারা জীবনেও জানতে পায় না–
চরমপুলকের অভিজ্ঞতা কেমন

তারা সন্তান জন্মদান করতে পারে : এটা ভিন্ন বিষয় তারা
পুরুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে : এটাও তেমনি একটি ভিন্ন ব্যাপার
কিন্তু তারা নিজেরা কখনো পরিতৃপ্তি পায় না

তাই আপনি যদি পৃথিবী জুড়ে নারীদের মধ্যে কিছু অপ্রীতিকর
অবস্থা দেখেন ... বিমর্ষতা, তিক্ততা, নৈরাশ্য ... এটা স্বাভাবিক

তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয় না

খাদ্য গ্রহণ আপনাকে যৌন আনন্দ দিতে পারে, কারণ যৌনকেন্দ্র এবং মুখ উভয়ই একত্রে সংযুক্ত

আর এজন্যেই চুমু খাওয়া এক ধরনের যৌন আচরণ . অন্যথা ... এটা কেন ? এবং আপনি যদি আবেগাপ্লুত হয়ে কাউকে চুমু খেতে থাকেন, তক্ষুনি অনুভব করবেন– যৌনশক্তি উদ্ভূত হচ্ছে

কেন ? ... কারণ মুখ এবং যৌনতা পরস্পর বহু দূরে ? না, তা নয় : তারা সংযুক্ত · তারা একটি শক্তির দুটি দিক :

তাই যখনই আপনি যৌনক্ষুধা অনুভব করেন, সব এনার্জি মুখে চলে যায় · আপনাকে তখন অনেক বেশি খেতে হয়, চুইংগাম অথবা এ ধরনের অন্যকিছু :

অথবা যদি এসব কিছু না হয়, আপনাকে অবিরত কথা বলে যেতে হয়, কারণ কথা বলায় মুখ নড়াচড়া করে : এজন্যই মানুষ সারাদিন ধরে কথা বলে যায় এমনকি কেবল দিনের বেলায়ই নয় : যদি রাত্রিকালে তাদের পাশে বসেন, দেখবেন তারা কথা বলছে '

যদি শক্তির একটি মেরু বন্ধ হয়ে যায়, অন্যটি চালু হয় কারণ শক্তির নির্মুক্তি প্রয়োজন, তা যেভাবেই হোক · আপনি তা ধরে রাখতে পারেন না :

যদি সেক্সুয়াল এনার্জি বা যৌনশক্তি সঠিকভাবে প্রবাহিত হয়, দেখবেন সবকিছু গুঞ্জরিত, চঞ্চল সবকিছুই স্বতঃপ্রণোদিত, সঙ্গতিপূর্ণ।

তখন আপনার সর্বত্র সঙ্গতি, সুরময়তা, স্পন্দন এবং একটি সুন্দর ভারসাম্য।

অন্যদিকে যৌনশক্তি কোথাও আটকে গেলে সমস্ত শরীরে তার প্রতিক্রিয়া পড়ে

এবং স্বভাবত তা প্রথমেই আসে মাথায়, কারণ সেক্স একটি মেরু আর মাথা আরেকটি মেরু ... এরা বিপরীতধর্মী।

পরবর্তীতে যৌনতা উচ্চতরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে

আপনি আরো বেশি সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারেন ... আপনি কোনোকিছু সৃষ্টি করতে পারেন ... একটি চিত্রকর্ম, একটি কবিতা, একটি গান অথবা অন্যকিছু

এটা অবদমন নয় ... এটা অভিব্যক্তি / প্রকাশ

পশ্চিমে, বিশেষ করে যখন ফ্রয়েড প্যানডোরার বক্স খুললেন, তখন এই মতবাদের উদ্ভব ঘটল যে জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত আপনি যৌনময় থাকতে পারেন, কারণ যৌনতা জীবনের সমার্থক

তাই আপনি যখন ৭০ বা ৮০-র কোঠায়, তখনো যৌনতা সম্পর্কে আগ্রহবোধ করতে পারেন

আপনি যদি যৌনতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, তার মানে আপনি জীবন সম্পর্কেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ আপনার আর প্রয়োজন নেই, আপনি তখন অর্থহীন একজন মানুষ

জীবন ও যৌনতার এই সমার্থক ধারণা নিতান্ত অমূলক

জীবন ও যৌনতার সমার্থকতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের জন্য সত্য। শৈশবে এটা সমার্থক নয়; যৌবনে সমার্থক; এবং প্রৌঢ়াবস্থায় তা আবার সমার্থক নয়।

প্রৌঢ়াবস্থার একটি নিজস্ব নান্দনিকতা রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব সৌন্দর্যলক্ষণ যেমন রয়েছে যৌবনাবস্থার

যৌনতা পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠে যখন আপনি চৌদ্দ বছর বয়সী

যৌনতার জন্যে জন্ম থেকে চৌদ্দ বছর সময় প্রয়োজন এবং বিপরীত দিকেও এটা সমান সময় নেয়

অর্থাৎ যৌনতার শেষ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছুতেও চৌদ্দ বছর লাগে

তাই আপনি যদি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যৌনাবেগ বোধ করেন, তা খুবই স্বাভাবিক ... সুন্দর, খুবই ভালো

এরপর আপনাকে আরেকটি ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে হয়, পরবর্তী তীরে পৌঁছানোর জন্যে হতে পারে চৌদ্দ বছর, পনেরো বছর পরে আপনি যখন অশিতে পৌঁছেন, আপনাকে চলে যেতে হয়

এই যাওয়ার মধ্য দিয়ে সেতু ইঙ্গিত দেয় ... মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে শুরু কর

সবাইকেই একদিন যৌনতার ওপারে চলে যেতে হয়, কিন্তু আপনি যদি সঠিকভাবে এর ভেতর প্রদেশে প্রবেশ করতে না পারেন, একে পেরিয়ে যাওয়া আপনার জন্য খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে

তাই যৌনতাকে পেরিয়ে যাওয়ার একটি অংশ এর গভীরে প্রবেশ করা

যখন যৌনতা ঠিক অজাগরূক/ অচেতন, আপনার মনে যান্ত্রিক বাসনা জাগে। এটা ভুল।

মনে রাখুন যৌনতা কোনো ভুল বিষয় নয়। যৌনতার যান্ত্রিকতা ভুল।

যদি আপনি আপনার যৌনতার বুদ্ধিবৃত্তির একটু আলোর অনুপ্রবেশ ঘটান, সেই আলো এই রূপান্তর ঘটাবে

এটা কোনোক্রমেই যৌনতা নয় ... পুরোপুরি ভিন্ন কিছু, তা এতটাই ভিন্ন যে আপনি এর জন্য কোনো শব্দ খুঁজে পাবেন না।

প্রাচ্যে এজন্যে একটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে, যার নাম 'তন্ত্র'

প্রতীচ্যে এজন্যে কোনো শব্দ নেই

যখন যৌনতা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায়, তখন তা বুদ্ধিমত্তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং একটি পুরোপুরি ভিন্ন শক্তির সৃষ্টি হয় ... সেই শক্তিকে তন্ত্র বলে

যদি আপনি খুব বেশি কৌশল-কেন্দ্রিক হন, আপনি তন্ত্রের রহস্যময়তা থেকে বঞ্চিত হবেন

তন্ত্র হতে হবে অক্রিয় (non-doing) ; এটা কৌশলগত বিষয় নয়

আপনি বিবিধ কৌশল শিখতে পারেন ... আপনি একটি নির্দিষ্ট শ্বাস-কৌশল আয়ত্ত করে আপনার যৌনমিলন দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন। যদি আপনি খুব ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন, যদি আপনি কোনো তাড়াহুড়া না করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন, তাতে যৌনমিলন দীর্ঘসময় স্থায়ী হবে।

কিন্তু বিষয়টি আপনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটা বেপরোয়া বা বন্য হবে না, আবার নিষ্কলুষও হবে না। এবং এটা মেডিটেশনও হবে না, এটা হবে অনুভূতি

প্রকৃত তন্ত্র কৌশলকর্ম নয়, ভালোবাসা। কৌশল নয়, উপাসনা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত।

তান্ত্রিক রতিক্রিয়া আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপভোগ করতে পারেন।

বিষয়টিকে হতে হয় পুরোপুরি সহজাত, খুবই উদ্দেশ্যহীন, যাতে আমরা পরম প্রকৃতির সাথে অঙ্গীভূত করতে পারি ... নারী যেন অদৃশ্য এবং পরমে পৌছুনোর একটি দরজা, পুরুষ অদৃশ্য এবং পরমে পৌছুনোর একটি দরজা।

এটা আমাদের যৌনতার তান্ত্রিক সংজ্ঞা : অসীম অপাপবিদ্ধতায় ফিরে যাওয়া, অসীম একত্বে পৌছুনো।

তন্ত্র আপনাকে উচ্চতর রিলাক্সেশনে একটি মাত্রা যোগ করে যা ইতিবাচক

উভয় সঙ্গী একে অপরকে ভালোবাসায় আপ্লুত করে, একে অপরকে শক্তি যোগায়।

তারা একটি বৃত্তে পরিণত হয় এবং তাদের শক্তিও একটি বৃত্তে পরিণত হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে জীবন দান করে, নতুন জীবন।

এতে কোনো শক্তি হারায় না। বরং আরো বেশি শক্তি অর্জিত হয়, কারণ বিপরীত লিঙ্গের সংস্পর্শ আপনার শরীরের প্রতিটি কোষকে আবেগকম্পিত ও উত্তেজিত করে তোলে।

চরমে পৌঁছুনোর ভাবনাকে বাদ দিয়ে আপনি যদি আপনার উত্তেজনাকে শুরুর পর্যায়ে ধরে রাখেন, গরম না হয়ে নিজেকে শুধু উষ্ণ রাখেন, তাহলে দুই উষ্ণতা এক সাথে মিলে যায় এবং আপনি রতিক্রিয়াকে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী রাখতে পারেন।

বীর্যস্খলন নয়, কোনো শক্তি হারিয়ে নয়, এটা পরিণত হয় একটা ধ্যানে এবং এর মধ্য দিয়ে আপনি পূর্ণতার আস্বাদ লাভ করতে পারেন।

ক্লাইমেক্স দু' ধরনের, রাগমোচন/ চরমপুলকও দু' ধরনের।

এক ধরনের রাগমোচন আমাদের জানা। আপনি উত্তেজনার শীর্ষে পৌঁছে যান এবং তারপর আর অগ্রসর হতে পারেন না : সমাপ্তি চলে আসে।

তন্ত্র আমাদের আরেক ধরনের রাগমোচনের দিকে নির্দেশ করে।

আমরা যদি একটি ধরনকে শিখর রাগমোচন বলি, আপনি তান্ত্রিক রাগমোচনকে উপত্যকা রাগমোচন বলতে পারেন। এই দ্বিতীয় ধরনে আপনি উত্তেজনার চূড়ায় পৌঁছুবেন না, কিন্তু পৌঁছুবেন আনন্দের এক গভীরতর উপত্যকায়।

রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক পর্যায়ে উভয়েরই উত্তেজনা থাকা প্রয়োজন। এ জন্যেই আমি বলি যে, শুরুতে উভয়ে একই রকম, কিন্তু সমাপ্তিতে পুরোপুরি ভিন্নরকম।

প্রথমেই, উত্তেজনা প্রগাঢ় হতে হবে ... ক্রমশ প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর

এটাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে ; বাড়তে বাড়তে শীর্ষের দিকে এগুনোর জন্যে আপনাকে সহায়তা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, উত্তেজনা কেবল শুরুতে। এবং পুরুষ প্রবেশ করার পরে উভয় প্রেমাস্পদ আরামে রিলাক্স করতে পারে। মুভমেন্টের খুব প্রয়োজন নেই। একটি ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রিলাক্স করতে পারে।

যখন নারী অথবা পুরুষ তার লিঙ্গের শৈথিল্য অনুভব করবে, তক্ষুনি কেবল সামান্য মুভমেন্ট ও উত্তেজনা প্রয়োজন। কিন্তু এরপর আবারও রিলাক্স।

আপনি এই গভীর আলিঙ্গন কোনো বীর্যস্খলন ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রলম্বিত করতে পারেন এবং এরপর একত্রে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন, গভীর ঘুমে।

এটা ... এটাই উপত্যকা রাগমোচন।

গড়পড়তা যৌন চরমপুলক ঠিক পাগলামির মতো : তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তা প্রগাঢ় গভীর ও শিথিল মেডিটেশন বা ধ্যানের মতো :

এতে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো কামনা চরিতার্থ করতে পারেন, কারণ এতে কোনো শক্তি হারায় না। বরং শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়।

বিপরীত মেরু ও শক্তির সাথে মিলনের ফলেই আরো শক্তি নবায়িত হয়।

তান্ত্রিক ভালোবাসা আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণই করতে পারেন। সাধারণ যৌনাচরণ আপনি যতবার ইচ্ছে ততবার করতে পারেন না, কারণ আপনি এতে শক্তি হারান এবং আপনার শরীরে পুনরায় শক্তি অর্জিত হতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

এবং যখন আপনি তা অর্জন করতে পারেন, কেবল তখনি তা হারাতে পারেন।

যখন আমি বলি 'রতিক্রিয়া', এটা আপনাকে একটি প্রচেষ্টার প্রয়োজন ইঙ্গিত করে

আপনি তা করবেন না !

প্রেমাস্পদের সাথে খেলতে থাকুন ; শুধু খেলে যান। একে অপরকে অনুভব করুন, সংবেদনশীল হোন, যেমন ছোট ছোট শিশুরা খেলা করে ... পশু-পাখিরা খেলা করে।

বিষয়টিকে একটি সাধারণ খেলার মতোই ভাবুন, ভুলে যান এটা 'যৌনক্রিয়া'। এটা ঘটতে পারে, নাও ঘটতে পারে।

তবে যদি এটা খেলার মধ্য দিয়েই ঘটে যায়, তা আপনাকে খুব সহজেই উপত্যকায় পৌঁছে দেবে। আর যদি আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি নিজেকে প্রাধান্য দিলেন : আপনি আপনার প্রণয়ীর সাথে খেলছেন, অথচ ভাবছেন যৌনক্রিয়ার কথা, এ খেলা প্রতারণামূলক। আপনি সেখানে নেই এবং আপনার অনুভূতি ভবিষ্যতে চলে গেছে এবং আপনার এই অনুভূতি সর্বদা ভবিষ্যতেই ঘুরতে থাকবে।

শুধু মজার খেলাটা খেলতে থাকুন এবং ভুলে যান এটা যৌনকর্ম। এটা ঘটবে। ঘটতে দিন। এরপর রিলাক্স করা খুব সহজ হয়ে যাবে, কেবল রিলাক্স।
একসঙ্গে থাকুন।

একে অপরের অনুভবে থাকুন এবং পারস্পরিক আনন্দ উপলব্ধি করুন।

রতিক্রিয়ার দুটি অংশ রয়েছে ... সূচনা এবং সমাপ্তি

সূচনাতেই থাকুন :

সূচনা অংশ অপেক্ষাকৃত শিথিল, উষ্ণ . কিন্তু সমাপ্তিতে পৌছুনোর জন্য তাড়াহুড়া করবেন না সমাপ্তির কথা পুরোপুরি ভুলে যান

কিন্তু কীভাবে সূচনাতে থাকা যায় ?

বেশ কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে প্রথমত, যৌনক্রিয়া যেখানে ইচ্ছে যার সাথে ইচ্ছে করার মতো বিষয় নয়। এটাকে একটি নিছক উপায় হিসেবে ভাববেন না : এর নিজেরই একটি সমাপ্তি রয়েছে। এতে অন্য কোনো সমাপ্তি নেই ; এটা কোনো উপায় নয়।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের কথা ভাববেন না ; বর্তমানে থাকুন এবং যদি আপনি রতিক্রিয়ার শুরুর পর্বে নিজেকে ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে আর কখনোই আপনি তা পারবেন না : কারণ এই ক্রিয়ার প্রকৃতিই এমন যে আপনাকে বর্তমানে ছুড়ে দেয়া হলো।

বর্তমানেই থাকুন।

সেই মুহূর্তমধ্যে থাকুন যা কোথাও হারিয়ে যায় না এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যান একে অপরের মধ্যে।

এই ক্রিয়ায় আপনার চোখ বন্ধ রাখুন

অনুভব করুন আপনার প্রণয়ীর শরীর, অনুভব করুন তার শক্তি আপনার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এর সাথে নিজেকে অঙ্গীভূত করে নিন মিলিয়ে যান তার মধ্যে পুরো আবেগানুভূতি নিয়ে। এটা ঘটবে :

শুধু রিলাক্স করতে থাকুন, রিলাক্স, শুধু চিন্তাহীন আনন্দ উপলব্ধি এবং যদি তখন কোনো বীর্যস্খলনের প্রয়োজন অনুভব না করেন, তাহলে এটা ভাববেন না যে কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে।

কোথাও ভুল হয়নি। এবং এরকম ভাববেন না যে, আপনি কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ; আপনি কিছু থেকে বঞ্চিত হননি, অথবা কিছুই মিস করেননি।

রাগমোচনের উপত্যকা পর্বে পৌছুনোর আগে আপনি হয়ত অনুভব করবেন যে আপনি কিছু মিস করছেন ... আসলে এটা একটা পুরনো অভ্যাস। সাধারণত পনেরো দিন, এক মাস অথবা তিন সপ্তাহের মধ্যে উপত্যকা পর্বে পৌছুনো সম্ভব হয়। এবং যখন আপনি এ পর্বে পৌছুতে সক্ষম হবেন, আপনি ভুলে যাবেন শিখর রাগমোচনের কথা।

শিখর রাগমোচনের তেমন বিশেষ গুরুত্ব নেই এখানে।

কিন্তু আপনাকে প্রতীক্ষা করতে হবে, এটাকে শক্তিপ্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আনা যাবে না।

শুধু রিলাক্স করুন।

এ ধরনের আলিঙ্গনে, প্রণয়ীর সাথে গভীর বন্ধনে ... আপনার অনুভূতিগুলো পাতার মতো নাড়া খেয়ে ওঠে, সেই শিহরণের মধ্যে হারিয়ে যান

আপনি এমনকি শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন : ভালোবাসাবাসির সময়ে শরীরকে খুব বেশি আন্দোলিত করবেন না, কারণ এতে আপনার রতিক্রিয়ার অনুভূতি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাবে।

আপনি এটাকে তখনই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যখন তা কেবল যৌনকেন্দ্র বা সেক্স সেন্টার কেন্দ্রিক থাকবে। মন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যখন তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়, আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আপনি কাঁপতে শুরু করেন, আর্তনাদ শুরু করতে পারেন, কিন্তু আপনার শরীর একসময় যখন আপনাকে সমাপ্তিতে পৌঁছে দেবে, আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

একটি মন্ত্রমুগ্ধ বাতাসের স্পর্শে যেন গাছটি কাঁপছে। এমনকি শিকড়গুলোও কাঁপছে, প্রতিটি পাতা শিহরণে কাঁপছে।

নিজেকে শুধু একটি গাছের মতো ভাবুন। একটি মন্ত্রমুগ্ধ বাতাস বইছে ... এবং যৌনতাই সেই মন্ত্রমুগ্ধ বাতাস ... একটি অনন্য শক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে আপনার শরীর জুড়ে।

কম্পন ! শিহরণ !

শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে যাক নৃত্য সংবাদ।

আপনার সঙ্গীও নৃত্য করছে, শরীরের প্রতিটি কোষের কম্পনে

আর তক্ষুনি কেবল উভয়ের মিলন ঘটে এবং সেই মিলন শুধু মানসিক নয় : এটা আপনার প্রাণশক্তিরও মিলন ,

শিহরণের সাথে অঙ্গীভূত করে দিন নিজের মন এবং যখন সেই শিহরণ আর আলাদা থাকবে না, তখন নিজেকে একজন দর্শক বানাবেন না, কারণ মনই এখানে দর্শক।

উদাসীনতা নয়। নিজেকে শিহরিত করুন, শিহরিত হয়ে উঠুন। সবকিছু ভুলে একটি শিহরণ হয়ে যান।

তখন আর দুটো শরীর, দুটো মনের ধারণা থাকবে না।

শুরুতে দুটো শিহরিত শক্তি ছিল এবং শেষে তা বৃত্তের রূপ নিয়েছে ... দুটো শিহরণ নয়।

নিজেকে নিবেদন করুন আপনি যা করছেন তাতে : পুরোপুরি নিবেদিত হোন : কোনো কিছু বাদ দিয়ে নয়।

একেবারে ভাবনামুক্ত রাখুন নিজেকে।

তক্ষুনি কেবল আপনি ভাবতে পারেন যে অন্য জনের সাথে আপনি এক হয়ে গেছেন। এবং এরপর এই একত্বের অনুভূতি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে বিযুক্ত করে মিলিয়ে দিতে পারেন পুরো পৃথিবীর সাথে।

আপনি একটি গাছের সাথে, চাঁদের সাথে, অথবা অন্য যে কোনো কিছুর সাথে যৌনানন্দ উপলব্ধি করতে পারেন।

এক সময় আপনি নিজেই আয়ত্ত করে ফেলেন কী করে এই চক্র তৈরি করতে হয় ; এই চক্র যে কোনো কিছুর সাথে হতে পারে ... এমনকি কোনো কিছু ছাড়াও হতে পারে।

আপনি এই চক্র আপনার নিজের মধ্যেও তৈরি করতে পারেন, কেননা একজন পুরুষ কেবল পুরুষই নয়, সে পুরুষ ও নারী উভয়ের সংমিশ্রণ, তেমনিভাবে একজন নারী কেবল নারীই নয়, সে নারী-পুরুষ উভয়ই।

আপনি উভয়ই, কারণ উভয় হতেই আপনার সৃষ্টি।

আপনি পুরুষ-নারী উভয়ের দ্বারা জন্ম নিয়েছেন, তাই আপনার অর্ধাংশ অপরের। আপনি সবকিছু পুরোপুরি ভুলে গিয়ে নিজের মধ্যেই এই চক্র তৈরি করে নিতে পারেন।

এক সময় যখন নিজের মধ্যেই চক্র তৈরি হয়ে যাবে (আপনার পুরুষ আপনার নারীর সাথে মিলিত হচ্ছে ; ভেতরের নারী ভেতরের পুরুষের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে) আপনি নিজের সাথে নিজের জীবনের মধু উপলব্ধি করবেন।

এবং যখন এ ধরনের চক্র তৈরি হয়, তক্ষুনি প্রকৃত কৌমার্য অর্জিত হয়।

আপনার অন্তর্বর্তী ব্যক্তি/ ভেতরের মানুষটি যখন এই চক্র সৃষ্টি করতে পারবে, তক্ষুনি আপনি একজন মুক্ত মানুষ।

তান্ত্রিক রতিক্রিয়া শেষে নিজেকে একজন নবজন্ম লাভ করা মানুষের মতো মনে হয়, একজন পতিত মানুষ নয়

জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ মনে হয় নিজেকে, আরো বেশি অত্যন্তিক, আরো জীবন্ত, আরো দীপ্তিমান।

এবং এই পরমানন্দের উপলব্ধি মুহূর্তে বিলীন হয় না, তা স্থায়ী থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো দিনের পর দিন। এটা নির্ভর করে যৌনতার কতটা গভীরে আপনি পৌঁছুতে পারেন তার ওপর।

একটা তান্ত্রিক রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা দিনের পর দিন আপনাকে রিলাক্স করতে সহায়তা করে ... নিরুদ্বেগে, নিজের মতো করে। কোনো সহিংসতা নয়, কোনো ক্রুদ্ধতা নয়, কোনো দমন পীড়ন নয়।

তন্ত্র বলে, যদি আপনি মেডিটেশন বা ধ্যানে নিবেদিত হন, তাহলে সেক্সকে পুরোপুরি দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন : এটা পুরোপুরি প্রচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে !

সমস্ত শক্তি উচ্চতর কেন্দ্রগুলোতে আত্মীভূত হতে থাকে এবং আপনার শরীরে অনেকগুলো কেন্দ্র রয়েছে।

যৌনতা হচ্ছে সর্বনিম্ন কেন্দ্র এবং মানুষ এই কেন্দ্রেই অবস্থান করে ! উচ্চতর কেন্দ্রগুলো যত কুসুমিত হয়ে ওঠে, ততই শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে।

যখন এই একই শক্তি হৃদয়ে জাগে, তখন তা ভালোবাসায় পরিণতি পায়।

যখন এই একই শক্তি উচ্চতর হতে থাকে, নতুন মাত্রা ও নতুন অভিজ্ঞতায় আপনার হৃদয় পুষ্পিত হয়ে ওঠে।

এবং যখন এই একই শক্তি আপনার শরীরের সর্বশীর্ষে উচ্চতম মহিমায় উদ্ভাসিত হয়, তান্ত্রিক মতে তখন তাকে 'সহস্র' (Sahasrar) বলে ... মস্তিষ্কের সর্বশেষ চক্র।

যৌনতা হচ্ছে সর্বনিম্ন চক্র এবং 'সহস্র' সর্বোচ্চ চক্র এবং এই দুটোর মধ্যেই যৌনশক্তি আন্দোলিত থাকে। এটা যৌনকেন্দ্র হতে নির্মুক্ত হতে পারে।

যখন তা যৌনকেন্দ্র থেকে নির্মুক্ত হয় তখন আপনি কারো পুনরুৎপাদনের কারণ হয়ে উঠেন। যখন একই শক্তি 'সহস্র' থেকে নির্মুক্ত হয় এবং মস্তিষ্ক থেকে বিদূরিত হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে মিশে যায়, তখন আপনি নিজেই নিজের নবজন্ম ঘটাতে পারেন।

এটাও এক ধরনের পুনরুৎপাদন, কিন্তু জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। এটা এক ধরনের আধ্যাত্মিক পুনরুৎপাদন। এর মাধ্যমে নবজন্ম লাভ হয়। ভারতে এরকম দুবার জন্ম নেয়া মানুষকে 'দ্বিজ' বলা হয়।

এখন সে তার নিজেকে একটি নবজন্মের আস্বাদ দিয়েছে।

তন্ত্র যৌনকর্ম শেখায় না : এটা শুধু বলে– যৌনতা পরমানন্দ লাভের একটি উৎস হতে পারে।

এবং যখন আপনি সেই পরম সুখের সন্ধান পাবেন, তখন আপনি আরো এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন, কেননা তখন আপনি এই বাস্তবে স্থিত।

যৌনতাকে কেউ সারাজীবন লালন করতে পারে না, কিন্তু আপনি তাকে একটি জাম্পিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আর তন্ত্র তাই বলে : আপনি যৌনতাকে একটি জাম্পিং পয়েন্ট হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন।

এবং একসময় যখন আপনি যৌনতার এই পরমানন্দ উপলব্ধি করবেন, আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন এ সম্পর্কে কী গূঢ় রহস্যের কথা বলা হয়েছে ... এক মহৎ চরমপুলক, এক মহাজাগতিক পুলকানন্দ।

তন্ত্র সম্পর্কে অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোতে শুধু তান্ত্রিক কৌশলের কথাই বলা হয়েছে ;

কিন্তু প্রকৃত তন্ত্র কৌশলের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ নয় ;

প্রকৃত তন্ত্র লিখে বুঝানোর নয়, তা আত্মোপলব্ধি ও হজম করার বিষয়।

সমগ্র মানবজাতি আজ অবাধ যৌনতা সম্পর্কে অস্বচ্ছ ভাবনার আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট এবং তা একইরকম থেকে যাবে যদি না আমরা এর প্রচলিত ধাঁচের পুরোপুরি পরিবর্তন সাধন করি :

এ যাবৎ বিষয়টি নিষ্পন্ন হয়েছে অবদমিত-বিলাসিতা, বিলাসী অবদমন ... এই দু'য়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে।

আমাদের ঠিক এ দু'য়ের মাঝখানে থেমে যেতে হবে :

আপনি কি কখনো একটি ঘড়ির পেন্ডুলাম মাঝ বরাবর থামানোর চেষ্টা করে দেখেছেন ?

কী ঘটে সে সময় ?

ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়, সময় থেমে যায়।

এখানে আমার প্রচেষ্টা ঠিক তাই। আমি চাই না আপনি ইন্দ্রিয়সেবী হন এবং একইভাবে চাই না অবদমিত থাকুন। আমি কেবল চাই এই দুটোর মাঝখানে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব কেবল মাঝখানেই, যখন সময় থেমে যায়।

কেবল পুনরুৎপাদনের জন্যই যৌনকর্ম নয়

প্রতিটি সৃষ্টির পেছনেই রয়েছে যৌনতার প্রভাব

এজন্যই একজন মহৎ কবি, একজন মহান শিল্পী যৌনতার প্রতি তেমন আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে নাও পারেন। কিন্তু তা এজন্য যে, তিনি মহত্তর কিছু সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে :

বুদ্ধ তো একজন শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ বা কবি ছিলেন না, কিন্তু তিনি যৌনতাকে অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল তাহলে ?

সকল সৃষ্টির মধ্যে মহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে নিজেকে সৃষ্টি করা : সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি তা যা একই সাথে ধারণ করে সকল সচেতনতা, সকল সৃষ্টি, একত্ব। এটাই শীর্ষ, হিমালয়ের চূড়ার মতো :

বুদ্ধ সেই শীর্ষে রয়েছেন : তিনি নিজে নিজেকে নবজন্ম দান করেছেন।

যৌনক্রিয়ার ৩টি মৌলিক উপাদানের সমন্বয় একটি পরম সুখ-মুহূর্তের সন্ধান দেয়

সেগুলো হলো– প্রথমত, সময়হীনতা : আপনি সময়কে পুরোপুরি পেরিয়ে যান : সময়ের কোনো ধারণা নেই সময়ের কথা একেবারে ভুলে যান : সময় সচেতনতা আপনার জন্যে প্রতিবন্ধক ।

দ্বিতীয়ত, যৌনক্রিয়ায় অহংবোধ ত্যাগ করতে হয় : আপনি অহংবোধহীন : আপনি কেউ নন, বিশেষ কেউই নেই সেখানে। আপনি এবং আপনার প্রণয়ী উভয়েই যেন হারিয়ে গিয়েছেন অন্য কিছুতে ।

এবং তৃতীয়ত, এই আনন্দ কর্মে আপনি একজন স্বাভাবিক মানুষ। আপনি প্রকৃতির একটি অংশ ... গাছের অংশ, ফুলের অংশ, অন্য কোনো জীবের অংশ, নক্ষত্রের অংশ ... একটি অংশ ! আপনি মহত্তর কিছুতে অভিনিবিষ্ট... মহাজগৎ, তাও (Tao)

আপনি এমনকি এতে সাঁতার কাটতে পারেন না : কখনো না। আপনি শুধু ভাসছেন ... স্রোতের টানে টানে ।

রতিক্রিয়ায় এই তিনটি বিষয় আপনাকে পরমানন্দের সন্ধান দেয়

সেক্স বা যৌনক্রিয়া এমন একটি পরিস্থিতি যা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে :

এক সময় আপনি জানতে পান এবং এক সময় আপনি বিষয়গুলো অনুভব করতে পারেন : আপনি ঐ বিষয়গুলো স্বাধীনভাবে এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন।

সব ধরনের মেডিটেশন মূলত যৌনক্রিয়াবিহীন যৌনাভিজ্ঞতা।

কিন্তু আপনাকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে : এটা অবশ্যই আপনার অভিজ্ঞতার একটি অংশ হতে পারে : এটা অবশ্যই কেবল ধারণা, পরিকল্পনা বা ভাবনার পর্যায়েই থেকে যাবে না।

আপনার যৌনশক্তি আপনার সমাধি (Samadhi)-র জন্যে পুষ্টি স্বরূপ।

যৌনতার কর্দমাক্ত পথ পেরিয়ে সমাধির পদ্ম ফুল ফোটে

কখনো তাকে দমন করে রাখবেন না।

কখনো যৌনতার বিরুদ্ধে নয়; বরং অন্তরঙ্গ সম্পৃক্ততা ও পরম ভালোবাসা নিয়ে এর গভীরে পৌছে যান।

ঢুকে পড়ুন একজন তথ্যানুসন্ধানী ভ্রমণকারীর মতো; অন্বেষণ করুন, অর্থোদ্ধার করুন আপনার যৌনতার সকল কোনাকাঞ্চি, সকল ভাঁজ, সকল বাঁকের; আপনি বিস্মিত হবেন, সমৃদ্ধ হবেন এবং লাভবান হবেন।

নিজের যৌনতা সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে একদিন দৈবাৎ আপনার আধ্যাত্মিকতার দেখা মিলবে। এবং এরপর আপনি একজন মুক্ত মানুষ

আগামী দিনগুলোতে যৌনতা সম্পর্কে একেবারে ভিন্ন রকম অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হবে

যৌনতা হবে আরো মজার, আরো আনন্দের, আরো বন্ধুত্বপূর্ণ, অতীতের একটি মারাত্মক সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি খেলাচ্ছলতাপূর্ণ।

যৌনতার ক্ষেত্রে কেবল শুরুতে থাকুন, সমাপ্তিতে নয়।

কিন্তু আপনি যদি শুরু থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে সমাপ্তি থেকেও বিচ্যুত হবেন